প্রার্থনা।

[হিমাচল।]

শ্রীমদাচার্য্য কেশবচন্দ্র সেন।

[তৃতীয় ভাগ।]

কলিকাতা।

ব্রাহ্মট্রাক্ট সোসাইটী দ্বারা প্রকাশিত।

১৮০৭ শক। ভাদ্র।

[All Rights Reserved.]

মূল্য ।০ আনা।

সূচী পত্র।

বিজ্ঞপ্তি।

শ্রীমদাচার্য্যদেবের হিমালয়ে অবস্থিতি ও তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন সময়ের প্রার্থনাগুলি পরিসমাপ্ত হইল। দুঃখের বিষয় এই, তিনি গৃহে আসিয়া যে কয়েকটি প্রার্থনা করেন, তাহা লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই গ্রন্থের শেষে 'সোণা হইয়া যাওয়া' সম্বন্ধে প্রার্থনা আছে, সে গুলিতে 'সোণা হইয়া গিয়াছি' এইরূপ প্রার্থনা ছিল। যে ক্ষতি হইয়াছে, তাহার আর উদ্ধারের উপায় নাই। ইহা ব্যতীত ১৮৮১ খ্রীষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাস হইতে আচার্য্যদেব দৈনিক উপাসনাকালীন যে সকল প্রার্থনা করিয়াছিলেন তাহার অধিকাংশই লিপিবদ্ধ আছে। সেই সকল প্রার্থনা আমরা ক্রমান্বয়ে বাহির করিবার সংকল্প করিয়াছি। ঈশ্বর কৃপায় সে সমস্ত প্রকাশিত হইলে তদ্দ্বারা যে নর নারী সকলের বিশেষ উপকার সাধিত হইবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমরা উপাসনাশীল সাধকবৃন্দকে অনুরোধ করি, তাঁহারা যেন প্রতিদিনের উপাসনার সময় এই সকল প্রার্থনা এক একটি পাঠ করেন।

হিমালয়ে প্রার্থনা।

রাজ্য অধিকার।

১ লা সেপ্টেম্বর, ১৮৮৩।০

হে দয়াসিন্ধু, হে গুণনিধি, তোমার প্রিয় সন্তান তোমার প্রতিনিধিরূপে পৃথিবীকে বলিয়া গিয়াছেন যে বিশ্বাসীরা এই পৃথিবীকে লাভ করিবে। বাস্তবিক, হরি, আমাদিগের লোভ ঐ দিকে। আমরা যে তোমার ছেলে হইয়া বাতাস খাইব তাহা নহে। খুব খাইব, খুব পাইব, খুব সুখভোগ করিব। তবে কি না পৃথিবীর খড় বিচালী যাহাকে লোকে টাঁকা বলে তাহা চাই না। মন যায় আসল খাঁটি টাকাতে। আমরা যে প্রবঞ্চিত হইব তাহা, ঠাকুর, আমাদের সাধন ভজনের উদ্দেশ্য নয়। এই পৃথিবীকে তুমি রাখিয়া দিয়াছ যে পুত্র বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া উপযুক্ত হইলে ইহার অধিকারী হইবে। হে শ্রীহরি, মনে জানা চাই যে পৃথিবী আমার হস্তে, দানপত্রটী সই হইয়াছে। ভিতরে ভিতরে পৃথিবীর এক সীমা থেকে অন্য সীমা পর্য্যন্ত আমাদের হইয়া যাইবে। সত্যে মিলন, প্রেমে মিলন। শত্রুরা

তো কিছুতে পুত্রের অধিকার হইতে পুত্রকে বঞ্চিত করিতে পারিবে না। হউক না মস্ত লুণের ঢিপি, এক বার জল যখন ঢুকিয়াছে উহার ভিতরে, সমস্ত ধশিয়া যাইবে। যে সুধা পাঠাইয়াছ, যে অমিয় মাখাইয়া প্রেম পাঠাইয়াছ, তাহা পৃথিবী অবিশ্বাস করিলেও পান করিতে হইবে। দেখিতে পাওয়া যায় যে যেখানে বড় বাধা, হরিনাম আস্তে আস্তে চোরের মত সেখানে প্রবেশ করিয়াছে। লোকে বলিবে লড়াই হইল না, আপনাদের লোক ভাল হইল না। ও দিকে আস্তে আস্তে মা আপনার রাজ্য বিস্তার করিতেছেন। বুঝেছি পিতা, পৃথিবী, আমার, আমাদের। আমরা পৃথিবীকে সম্বল করিব আর বলিব, সমস্ত জগৎ সংসার নব বিধানের হইয়া গিয়াছে। একটা তো গ্রামের কথা হইতেছে না, পৃথিবীকে, মা, তুমি দিয়াছ। পাশে পাড়ার লোক গোল করিয়া অধর্ম্ম করিবে তাহাতে কি? তুমি পৃথিবীকে দিয়াছ। জগাই মাধাই সমস্ত হরিপ্রেমে মত্ত হইয়া যাইতেছে। বিশ্বাসঘাতকেরা অনুতাপ করিতেছে। আর দিন কতক দেরি। যখন কেল্লা মার দিয়া বলিয়া হুঙ্কার করিব, তখন আর তো চাপা থাকিবে না কিছু। যখন আকাশে উড়িবে বিশ্বাসী হনুমান্ তখন পৃথিবী জানিবে যে রাবণ বধ হইবে, সীতা উদ্ধার হইবে। দেবি, হৃদয় মধ্যে সমস্ত আয়োজন করিয়া দাও। দখলের দিন আসিবে যখন তখন সত্যের জয়, ভক্তের জয় দেখিয়া যাইব। পৃথিবীকে দেখাইতে হইবে দখলের হুকুম। পূর্ণ বিশ্বাসী হইয়া তোমার নিকট

দাঁড়াইব, আর সমস্ত পৃথিবীকে তুমি বলিবে, মা, দখলের হুকুম দিলাম। টাকা কড়ীর জন্য আসি নাই। শূন্য মান লইবার জন্য আসি নাই। আসিয়াছিলাম বড় আশা করিয়া যে বড় লোকের সন্তান হইয়া বড় একটা বিষয় লাভ করিব—ঠিক হইয়াছে। খুব বড় বিষয় লওয়া যাইতেছে। এই দেখিব যে যাহা চাই নাই তাহা পাইলাম না, কিন্তু পৃথিবীর লোক লইয়া নব বিধানে ঢুকিব, এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নব সুরাদান।

২ রা সেপ্টেম্বর, রবিবার।

হে দীনবন্ধু, হে শুভসমাচারদাতা, সময় আসিয়াছে যখন তোমার কথা আর গোপন করা যায় না; করা উচিতও নহে। নব বিধানের নিশান ছিল গোপনে, এখন উড়াইতে হইবে। ভগবানের একতারা বাক্স মধ্যে ছিল, এখন বাহির করিয়া বাজাইতে হইবে। ঠাকুর, ছিল অস্ত্র খাপের মধ্যে, এখন বাহির করিয়া সঞ্চালন করিতে হইবে। তোমার নিদ্রিত অলস ভৃত্যদিগকে এক বার আদেশে সঞ্জীবীত কর। এখন সময় আসিয়াছে যখন আপনি মাতিয়া পরকে মাতাইব। এই সেই শুভ দিন, এখন আপনি রোগ মুক্ত হইয়া পরকে রোগ

মুক্ত করিব। যাহা দেখিলাম গোপনে, সে আগুন ঢাকা যায় না। কাপড় পুড়িল। আর মন চাপা দিতে পারে না। এক জায়গায় নয়, কত জায়গায় আগুন দেখা দিয়াছে। জলিল বনে, চারি দিকে প্রেমবহ্নি পাপ ধ্বংস করিল। যাহা দেখিয়াছি তাহা ত এখনও বাহির হইল না। তবে পৃথিবী আসিবে কেন? ভাল জিনিষ খাইয়া লুকাইয়া রাখিয়াছি। সামান্য ধর্ম্মের কথা গানে বক্তৃতায় প্রচার করিতেছি। জলমাখা ক্ষীর সকলের পাতে দিয়াছি। আসল ছাড়িয়া এখনও ভঙ্গিমা! মা, পৃথিবীর সুরে গান গাইয়াছি। বৈকুণ্ঠের সুর ত পৃথিবীতে বলি নাই। ভিতরে যে রূপ দেখেছি সে রূপ কে বলিয়াছে, কোন্ কবি বর্ণনা করিয়াছে? দয়াময়, তোমার বাহিরের ঘরেই যাহা কিছু গোলমাল। ভিতরের খবর জগৎ টের পায় না। সেইটা পাইলেই সকলেই মরিবে। সে ভয়ানক কথা। মারামারি কাটাকাটী; ভক্তির লড়ায়ে দশ হাজার মরিয়াছে। প্রেমের যুদ্ধে পাঁচ হাজার জখম। আজ যুদ্ধে একেবারে সসৈন্যে নির্ব্বাণ। কেবল মারামারি। এই সকল গভীর রাজ্যের এই ব্যাপার। মা, এ কথা শুনাইলে পৃথিবী ত পৃথিবী, নরকও স্বর্গে যায়। হরি নামের আসল গুণ যাহা ভক্তেরা কিঞ্চিৎ জানিয়াছেন, তাহা যদি বলা যায় কোন্ হতভাগ্য নরনারী পেটের দায়ে থাকিবে? যাইতেই হইবে। একটা উৎসবে এক বার মোহর ছড়াতে ইচ্ছা। তাহা হইলে সাধ মেটে। দেখি রাজা বড় কি আমি বড়। জোলো ক্ষীর সকলেই খাইয়াছে; এক বার ভাল

হাঁড়ির ক্ষীর খাওয়াতে ইচ্ছা। জোলো মদ অনেকে খাই-য়াছে ; এক বার ইচ্ছা নব বিধানের সুরা খাওয়াই, তাহা হইলে সব যেখানকার সেইখানেই থাকিবে। যে আফীসে কাজ করে, তাহার আর উঠিতে হইবে না, আর বাড়ী ফিরিতে হইবে না। অনেক ভক্তির কথা, মা, বলা গেল, তবু ইহারা মানুষের মত। এক বার হনূমানের মত ভক্ত হয়, তবে দেখি, লঙ্কাপতিকে মারে, রাক্ষস জয় করে, সতীত্ব ধর্ম্মের পুনরুদ্ধার করে। তবে জানিব গূঢ় কথা প্রকাশ হইয়াছে। মা, তোমার প্রকৃত ভাগবত এখনও চাপা আছে। আমরা যাহা বলিয়াছি তাহা ছাড়া কি আর নাই? বুকের ভিতর কি কথা গুর্ গুর্ করে না? তবে, মা, আর কেন চাপি? সময় আসিয়া থাকে তো, মা, অনুমতি দাও, ঢাক বাজাইয়া বলি। শুনিতেও সুখ, বলিতেও সুখ। রহস্য বড় মজার জিনিষ। দাও, মা, উৎসাহ ভক্তি, ভিতরের গূঢ় কথা বাহির হউক। জগৎ নির্ব্বোধ বোকা, অবাক্ হইয়া শুনিবে। বলিবে, ওমা এত কথাও ছিল! মা, নববিধান নাম হইয়াছে, নূতন কথা ত বলা হয় না, তাহাই নূতন নূতন করিয়া জগৎ চেঁচাইতেছে। বলে, ও সুরা খাইয়াছি ও পুকুরে স্নান করিয়াছি। এক বার, মা, নূতন ভাণ্ডার খোল। যে যেখানে আছে অবাক্ হইয়া সে সেইখানে থাকুক। এক বার যাদু-টা খুলে দাও, লোকগুলকে ভড়্‌কে দিই। মা, আশীর্ব্বাদ কর আর যেন বৃথা দিন না কাটাই। তোমার গভীর কথা বলি, দশ জনের কাছে বলি। আর ছোট খাট ভক্তিতে মত্ত

থাকিব না। গভীর কথাগুল শুনিব, শুনাইব। আপনারাও তরিয়া যাইব, পরকেও তরাইব, মা, এই আশা করিয়া, ভক্তির সহিত সকলে মিলিয়া তোমার শ্রীচরণে প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ঈশ্বরেতে আত্মীয়তা।

৩রা সেপ্টেম্বর, সোমবার।

হে দীনবন্ধু, হে পরিত্রাতা, যত দিন যায় শুনিয়াছি ততই তুমি উজ্জ্বল হও, নিকটস্থ হও; মানুষ অস্পষ্ট ও দূরস্থ হয়। যত বয়স বাড়ে তত নাকি তুমি নিকটস্থ হইয়া সর্ব্বস্ব হও। ক্রমে ক্রমে তবে মানুষদের সঙ্গে ছাড়া ছাড়ী হয়। যোগেশ্বর, যোগগৃহে আর কাহার সঙ্গে দেখা হইবে? যাহাদের সঙ্গে একত্র হইয়া সাধন করিয়াছি তাহারা প্রথম অবস্থায় খুব উজ্জ্বল ছিল। যখন সময় আসিল তাহারা মানিল না, চাহিল না। আপনার আপনার বুদ্ধি অনুসারে সাধনের পথ ধরিল, আপন আপন স্থানে স্বতন্ত্র হইয়া বসিল। মানুষ মনে করে, কার্য্যে শরীর থাকিলেই দেখা যায়। কিন্তু তবে মনুষ্যের নৈকট্য অস্বীকার করিতে হইতেছে কেন? চক্ষু খুলিয়া দেখি সকলে গিয়াছে, ভগবান্ কেবল কাছে চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছেন। এই ছিল এত লোক সকলেই সরিয়া গেল! প্রিয় পরমেশ্বর, এই যে মানুষ দেখিতে পাওয়া যায় না ইহা এক তোমার

অদ্ভুত খেলা। এই যে, লোকে বলে, তোমার সম্মুখে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার রহিয়াছে, দেখিতেছ না? কৈ? এক একবার একটু ঝাপ্‌সা দেখি, আবার অন্ধকার। সত্যের পথে, পুণ্যের পথে, বন্ধুতার পথে, কেহ নাই। তবে কোথায় আছে? তবুও মানুষ বলে দেখিতেছিস না, চক্ষু খুলিয়া দেখ্। আবার চক্ষু খুলি, মনে করি চক্ষুর দোষ, হাত দিয়া দেখি কোথাও কেহ নাই। এই এক বিষম কথা এল। থাকিয়াও নাই। এই নৌকা কয়খানা এক সঙ্গে যাইতেছিল, কত আমোদ করিতাম, কোথায় সব রহিল পড়িয়া? পেছন দিকে দেখি ভোঁ ভাঁ, একখানাও নাই। আমার সঙ্গে সমযোগী, সমভক্ত, সমবিশ্বাসী যদি না থাকে, তাহা হইলে আমার সঙ্গে তাহারা কিসে আছে? যে নিকৃষ্টতম বিশ্বাসের যোগ, তাহাও উড়িয়া গিয়াছে। দয়াল, কাটিব তবে বন্ধন, নৌকা ছাড়িব। পেছিয়ে না গেলে তো মিলন হয় না। এখানে যে টান, চুপ করে বসে থাকিলেও নৌকা এমনি জোরে যাইতেছে যে বাঁধিয়া রাখিবার জো নাই। এখানে যে ভয়ানক জলের বেগ! নিশ্চয়ই তাহারা ঘুমাইতেছে। মনে করিয়াছে অনেক দূর নৌকা আনিয়াছি, এই তো ঘাট। ঘুমাইয়া পড়িল। কেহ কেহ ঘাটে বাঁধিয়া রাখিয়াছে, কেহ পেছিয়ে গিয়াছে। এখন দুই তিন মাসের পথ এক দিনে না গেলে তো উপায় নাই। ঠাকুর, জোর কৈ? বিশ্বাসের জোর কৈ? প্রেমের জোর কৈ? তাহাই ভাবিতেছি তবে ইহ লোকে বুঝি এই পর্য্যন্ত। দেখা শুনার কি উপায় নাই? শরীর তো

দেখিতে পাইতেছি না। যোগীরা কি—কে গায়ে হাত বুলাই-তেছে দেখিতে পায়? কেবল পশুরা পায়। তাহাদের চক্ষু আছে। আমরা আগে যখন পশু ছিলাম, বুঝিতে পারিতাম। যখন কলিকাতা ছাড়া গেল, তখনি তো ফাঁক। তখন তো কেহ লইল না, কেহতো কাঁদিল না, কেহ তো বলিল না যে—থাকিতে পারি না। তখনি তো তাহারা নৌকা তফাৎ করিল। কে আর ইচ্ছা করিয়া ছাড়ে আপনার লোককে? আমি কি করিব? এ ভয়ানক শতদ্রু স্রোত, পাহাড়ে নদী, এখানে কি আটকান যায়? সকলকে কৃপা করিয়া বুঝাইয়া দাও যে, যে কাছে সে কাছে নয়। যদি হয় প্রেমেতে আত্মীয় কুটুম্ব, সেই কাছে। শরীরের মিলন কাটিয়া গেল। এখন সূক্ষ্ম চক্ষে সূক্ষ্ম আত্মা দেখি। কে বা আছে, সকলে ছাড়িল। ইচ্ছা করে যে বিদায় দেয়, সে ইচ্ছা করে আসিবে কেন? সকল ক্ষতি পূরণ হয় তোমাতে, ভগবান। কাছে থাকাকে আর কাছে থাকা মনে করিব না। প্রেমেতে বিশ্বাসে নববিধানে যে মিলন, সেই মিলন। তোমার চরণে যে দেখা সেই দেখাই আমাদের হয়। সচ্চিদানন্দের যে ভক্ত তাঁহাদের সঙ্গে এক হইয়া থাকিব এই আশা করিয়া সকলে মিলিয়া ভক্তির সহিত তোমার চরণে বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমিত্ববিনাশ।

৪ঠা সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার।

হে দীনদয়াল, উজ্জ্বল জ্যোতির্ম্ময় ঈশ্বর, সংসারীর রাজ্য যেমন এখানে, আমাদের রাজ্য তেমনি যোগ জগতে। তাঁহাদের একটা পৃথিবী আর আমাদের আর একটা পৃথিবী। ও পৃথিবীর সঙ্গে, হরি, এ পৃথিবী মিলে না। সংসারে এক জন কর্ত্তা, আমাদের জগতেও এক জন কর্ত্তা। ইহাতেই মিলে। কিন্তু ওখানকার কর্ত্তা আমি, আর এখানকার কর্ত্তা তুমি। যখন তুমি মানুষের হাতে পড়, তখন তোমার প্রভুত্ব থাকে না। সে আপনি টাকা আনে, পরোপকার করে, ধর্ম্ম সাধন করে, আবার মরিবার পর কীর্ত্তি রাখিয়া যায়। মানুষের কি ক্ষমতা, আপনি সংসারের কর্ত্তা হইয়া কত বুদ্ধি করে, কৌশল করে! আমাদের যোগধামে একটি কর্ত্তা। আগে 'আমি আমি' এই বলিয়া মানুষ পশু চেঁচাইত, আর এখন, ভগবান, 'তুমি তুমি' বলিয়া তোমার জয় ধ্বনি করে। এখানে "আমি" না সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইলে কিছু সুখ নাই। উহারা যেমন ঈশ্বরকে মারিয়া মানুষকে একাধিপতি করে, আমরা তেমনি তোমার প্রসাদে আমিকে মারিয়া তোমার একাধিপত্য স্থাপন করি। যদিও বড় কাঁটা ও ছোট কাঁটা, তবুও যোগের শুভ দুই প্রহর হইবা মাত্র দুই কাঁটা এক হইয়া যায়। তোমার ইচ্ছা আমার বুকের ভিতর আসিয়া ধড় ফড় করে। তোমার বলবীর্য্য উদ্যম উৎসাহ আমার ভগ্ন দেহে প্রবেশ করিয়া নির্জ্জীব জীবকে

সতেজ করে। কাজ করিতেছ তুমি, আমি কেবল ধামা ধরা। আমার পাপ কি? আমি বলা। যাই বলি, ঠাকুর, রোগ হইয়াছে মনে শান্তি নাই, সুখ নাই এক দিনের জন্য, ঠাকুর, আরাম হই, অমনি যত যোগী আসিয়া গলা চাপিয়া বলেন, বলিলি কি, আত্মহত্যা করিতেছিস? হে হরি, তুমি শক্তি, তুমি বল, তুমি বন্ধু, তুমি রক্ত, তুমি নিঃশ্বাস, তুমি ধর্ম্ম, তুমি কর্ম্ম। আমি একটুও নই। ও শব্দ যোগীর অভিধানে নাই। এই জন্য এখন জপ করিতেছি, মা, তুমি ধন্য, তুমি সর্ব্বস্ব, তুমি মূলাধার। পাছে পাপেতে পুড়িয়া যায়, বাড়ীর দিকে চোখ ফেরা ছিল। বলি, আঁখিঅঞ্জনের দিকে চেয়ে থাক্। সংসারের রাজ্যে তুই পাঁচটা মানুষ খুন করিলে পাপ হয়, আর এখানে একবার 'আমি' বলিলে মহা অন্যায়। আর রসনাটা অনেক দিন না বলিয়া 'আমি' কথাটা যেন ভুলিয়া গিয়াছে। যখন তোমা বই আর জানি না, তোমা বই আর চিনি না, তোমা ছাড়া আর কিছুতে আসক্ত হই না, যখন তোমা ছাড়া কিছু ভাল বাসি না, তখন যোগীদের বড় আহ্লাদ হয়। ওঁদের রাজ্যে আর এক জন আসিল, যে হরি বই কিছু জানে না। যার খুব আত্মগ্লানি সেই তো যোগী। আর যে ধার্ম্মিক হইয়া বলে, তুমি আমি, আমি তুমি, সে যে অর্দ্ধেক দিন অর্দ্ধেক রাত্রি। তাহার উপরটা দেবতা, নীচেটা পশু। যাহাতে সম্পূর্ণরূপে যেখানে থাকি না কেন, যে কাজই করি না কেন, আমিটাকে পুড়াইয়া দিব, এই কর। এই ক্ষুদ্র আত্মাকে তোমার

ভিতর বিলীন করিয়া দাও। তুমি তুমি, তুমি তুমি, এই সুরে একতারা বাজাইয়া সুখী হইব। এত দিন যে আপনার পূজা করিয়াছি, আর করিব না। আর আপনাকে সিংহাসনে বসাইয়া পূজা করিব না। এবারে মাকে সিংহাসনে বসাইয়া আমিটাকে বলিদান দিয়া একেবারে চিরদিনের জন্য তোমার সঙ্গে এক হইয়া গিয়া তোমার দেবত্বের সঙ্গে আমার মনুষ্যত্বের মিলন করিয়া চির সুখে সুখী হইব তুমি এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

চিরনূতন।

৫ই সেপ্টেম্বর, বুধবার।

হে পিতা, হে সুন্দর দেবতা, তোমার লোকদের পদে পদে বিপদ কিংবা পদে পদে সম্পদ। হয় খুব বিঘ্ন বাধা, নয় খুব সুখ শান্তি। বিপদ ভারী, কেন না তোমাকে সুন্দর বলিয়া জানিলেও সুখ নাই। একটি ছেলে পুঁতুল কিনিয়াছিল; খুব সুন্দর, তাহাকে লইয়া শুইতো, বুকে বাঁধিয়া থাকিত। দিন গেল, রংও গেল, সুবর্ণ পুঁতুল বিবর্ণ হইল। সেই পুঁতুল নর্দ্দামায় ফেলিয়া দিল, আর তাহাতে মায়া রহিল না, ভুলিয়া গেল। দয়াময়, বালকের স্বভাব আমাদের ভিতরেও আছে। নূতন জিনিষ লইয়া আমরাও সুখী হইলাম, আদর করিয়া

মাথায় রাখিলাম ; কিন্তু তোমাকে ও তোমার ধর্ম্মকে তিন দিন পরে ময়লা হাতের ঘর্ষণে মলিন করিলাম। পৃথিবীর ধূলিতে সুন্দর হরি কদাকার হইলেন, সুন্দর বিধান কুৎসিত হইল। সুন্দর পাইলেও নিস্তার নাই। রাখিবে সুন্দর কি করিয়া। আর ক্রমাগত তুমি বলিতেছ, "হরিভক্ত যে সে নবানুরাগী না হইলে কি করিয়া থাকিবে?" চির নবীন হরি যে কি, সেইটি তোমার ভক্তদের দেখাইবার বাকি আছে। নিত্য লাবণ্য কদাকার হইতে জানে না। ক্রমে ভিতরে রং ফুটিতেছে। উপর হইতে পৃথিবী কত ময়লা ফেলিবে, কত ধূলা পড়িবে? যখন এক বার ভাল বাসিয়াছি তোমাকে নূতন বলিয়া, তখন রোজ রোজ নূতনত্ব তোমা থেকে বাহির করিব। যথার্থ বিশ্বাসীর রত্ন কি কখন ময়লা হয়? লউক্ পৃথিবী যাচাইয়া আমার হরি, যদি এক দিন পুরাণ হয় তবে ফেলিয়া দিব। আমি খাইলাম দুইটার সময়, দেখি পুষ্ট ও সুখী, হরিকেও দেখিলাম পুষ্ট ও সুখী। কিন্তু যখন আমি শুকাইয়া গিয়াছি, তখন দেখি তুমিও মলিন। এরূপ মন গড়া হরি চাই না। যাও ভক্তচিত্তবিনোদন, এমন এক জম্‌কাল রূপ ধরিয়া এস যে দেখে একেবারে ভক্তি উথলিয়া উঠে। হরি, তুমি চলিয়া যাও, নূতন পোষাক পরিয়া এস। মার আমার কাপড়ের অভাব? মা কেবল ছলিতে আসেন। পূরাণ ব্রাহ্মদের ঠগাতে আসেন। তাহাদের সম্মুখে মা এক মাস এক কাপড় পরিয়া এলেন, তবুও তাহারা ধরিতে পারিল না। আমরা চতুর ভক্ত,

আমরা চতুর ভক্ত, আমাদের কাছে তো তাহা চলিবে না। রোজ রোজ নূতন বেশ। কল্য যাহা দেখিয়াছি, আজ তাহা নয়। তোমার চরণকমল, কমলটাও তো পচিয়া যায়? তবে কি তোমার চরণকে পুরাতন হইতে দাও? না, রোজ নূতন কমল। দেবতা যাহার নবীন, তাহার মনটাও নবীন। অতএব নূতনে নূতনে কর হে যোগ, নিত্য নূতন হরি। নূতন ভাবে পূজা গ্রহণ কর, নূতন ভাবে আমি পূজা করি। আর পুরাতন হইব না, পুরাতন পাপের পথে যাইব না। রোজ নূতন ভক্তি, নূতন পূজা। পুরাতন জিনিষ পত্র যাহা আছে সমুদয় পরিবর্ত্তন করিয়া নূতন রাস্তায় যাইব। পাদপদ্ম স্পর্শ করিতে করিতে নূতন হইব, যোগনয়নে রোজ মার মুখ নূতন, চরণ নূতন, দেখিয়া স্বর্গের নূতন পুণ্য নূতন শান্তি চির দিন সম্ভোগ করিব, এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গের চাবি।

৬ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।

হে প্রেমস্বরূপ, হে স্বর্গরাজ, স্বর্গ পাওয়া এখন ঘটুক আর নাই ঘটুক, স্বর্গের চাবি হাতে দাও। দীনবন্ধু, জীবের প্রতি যদি তোমার এত দয়া তবে তুমি স্বর্গের চাবিটি ভক্তহস্তে ন্যস্ত কর। চাবি হইলেই তো স্বর্গ। পথ জানা হইলেই তো

গম্য স্থানে গমন। সন্ধান বলিয়া দাও, হরি, এ সংসার ভিতরে বৈকুণ্ঠ কোথায়। প্রাণস্বরূপ,সন্ধান যে সাধক পাইয়াছে, সে সাধু হরিকে পাইয়াছে। পৃথিবী ছাড়িয়া নির্জনে তোমাকে লইয়া থাকিতে হইবে তাহাতো তুমি চাও না। মুটোর ভিতরে স্বর্গধাম। মা, তোমার মুখ খুব পাতলা কাপড়ে ঢাকা, ঐটির নাম অবগুণ্ঠন। সন্ধান জানিলে কিছুতেই,মা, আটকায় না। আর যত ক্ষণ সাধক সন্ধান না পায়, হরি পাশে থাকিলেও, সে গুরুকে জিজ্ঞাসা করে হরির ঘর কোথায়? সন্ধান জানে না সুতরাং অন্ধ। সামনে সিন্ধুক,কোটী টাকার রত্ন তাহার ভিতর, কাঁদিতেছে, বলে রত্ন কোথায়? সন্ধানবিশিষ্ট চতুর ভক্ত সম্পূর্ণ বিপরীত। লোকে বলিতেছে "মার সঙ্গে ইহার দেখা নাই, এ যোগও করে না"। সাধকের হস্তে কুবেরের ভাণ্ডারের চাবি রহিয়াছে, উনি জানিতেছেন, এখনি খুলিব, খাইব, বিলাইব। উনি জানেন মা পাশে, ঘোমটা খুলিব আর মার মুখ দেখিব। কেবলই যে টাকার বাক্স খুলিয়া নাড়া চাড়া করিতে হইবে তাহা তো নয়, সন্ধান জানিলেই হইল। যখন দরকার তখনই খুলিতে হইবে। ভাবুকেরা বুঝিতে পারে কেন প্রার্থনা সিদ্ধ হয় না। ও যে ভুল ডাক ঘরে যায়, উহারা তো সন্ধান জানে না। গরিব ছেলে মা বাপকে 'ব্যারিংএ,যে চিঠি দেয়; ঠিকানা ঠিক হইলেই হইল। জগদীশ, চতুর ভক্ত ঠিকানাটিতে ঠিক্ লেখেন। ছেঁড়া কাগজে কালি নাই,কেবল"প্রাণেশ, বৈকুণ্ঠধাম" লিখিয়াই চিঠি পাঠাইতেছেন। কোন্ দিকে চিঠি পাঠাইতেছি,

কোন্ ডাকঘরে দিতেছি? এত টাকা দিয়া পাঠাইতেছি, একখানাও মার কাছে পৌঁছিল না? এই ডালিয়া ফুলের এই পাপ্‌ড়িটী খুলিলেই দেখি মার চরণ। মা, সন্ধান জানা চাই। হাজার লোকে বলুক, ঐ ছোঁড়া সাধনও করে না, পয়সা দিয়া একখানা চিঠিও পাঠায় না। আমি, মা, হাসিতেছি। ধন্য পিটর, যাহার হাতে স্বর্গের চাবি। অতএব আমাদের সমুদয় প্রার্থনার শেষ ফল এই হয় যে স্বর্গের চাবির অধিকারী যেন হই। তোমার চরণতলে পড়িয়া স্বর্গের চাবিটি হস্তে করে তোমার পবিত্র দর্শনের যে সঙ্কেত, জানিয়া গট্ হইয়া বসিয়া থাকি। আর কাণার মত এ দিক্ ও দিক্ ঘুরিব না। এবার চাবিটি তোমার কাছ থেকে আদায় করিয়া সমুদয় স্বর্গকে দখল করিয়া নিশ্চিন্ত ও শুষ্ক হইব, এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সংসারে যোগ।

৭ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।

হে প্রেমস্বরূপ, আমরা তো মরিব না, আমরা বাঁচিব। আমরা ঘর ছাড়িয়া শ্মশানে যাইব না, আমাদের এই আশা, ঠাকুর। যাইব কোথা? ধ্বংস হইব কেন? ঘর পাইব, সংসার পাইব, সুখী হইব। প্রেমস্বরূপ হরি, তুমি আমাদিগকে কেবল

একবার নবজীবন দিয়া জীবিত করিয়া লইব। ভাঙ্গা বাড়ী ফেলিয়া নূতন বাড়ী দিবে। শুক্‌ন ফুল ফেলিয়া দিয়া নূতন ফুলের মালা গলায় দিবে, নিরীশ্বর বস্তু সকল যে সংসারে সমুদয় টানিয়া ফেলিয়া দিবে। হে ব্রহ্মাণ্ডপতি, তখন আর সংসার ছুঁইতে হইবে না, যে বস্তু ছুঁই সে তোমার। এ বিধানে একটি খড়কে ব্রহ্মময়। যত সামগ্রী দেবস্পর্শে শুদ্ধ। হে দয়াল হরি, তুমি নিজে যে সংসার গুছাইয়া দাও তাহাতে আমাদিগকে রাখিতে চাও? আর এ জঞ্জালময় সংসারে রাখিতে তুমি ইচ্ছা কর না। একটি সোণার বাড়ী করিয়া দিবে। তোমার স্পর্শে সমুদয় হইবে শুদ্ধ। কি যে সে জীবন তাহা পৃথিবী এখনও দেখে নাই—যেখানে হাঁড়ীর ভিতর ব্রহ্ম, যেখানে তেল ঘি পর্য্যন্ত ব্রহ্মময়, সে সংসার কেহ দেখে নাই। বৈকুণ্ঠের সংসার একটি এইরূপ আছে। নূতন বস্তুতে পরিশোভিত সেই সংসারটি যত্ন করিয়া রাখিয়াছ, নানা রকম ধন ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ, নব বিধানের লোক গুল আসিবে তাহাদের জন্য প্রস্তুত করিয়াছ। প্রাতঃকাল থেকে খাইতেছি, রাত্রিতে শুইবার সময় পর্য্যন্ত যাহা কিছু ধরিতেছি ছুঁইতেছি সব ব্রহ্মময়। হে প্রাণেশ্বর, এ বৈকুণ্ঠ অনেক দূর। পাহাড়ের জঙ্গলের যে বৈকুণ্ঠ সে তো কাছে, পাইলাম বলিয়া। সে বৈকুণ্ঠ অনেক দূর। যেটা ছুঁইতে যাইতেছি, যেন ধাক্কা খাইতেছি। যে ঘরে ঢুকিতেছি ধক্ ধক্ করিতেছে আলোতে। ঝাঁট দিতে যাইব, হরি অমনি ডান হাতটি ধরিয়া আমার হাতের মধ্যে দিয়ে তাঁহার হাতটা চালাইয়া দিতেছেন।

যখন এই রকমে সংসার হরিময় হইয়া যাইবে, তখন আমাদের জন্য কিরূপ বৈকুণ্ঠ সাজাইয়া রাখিয়াছ জানিতে পারিব। যখন আলো করিয়া সংসারে দাঁড়াইবে তখন তোমাকে ভক্তির সহিত নমস্কার করিব। সে ভক্তি এখন বুঝিতে পারিতেছি না। ভাল দিন আসিলে সেই সুখের সংসারে বসিয়া কেবল হরিরূপ দেখিব। যেন সংসারেও থাকি না, আর সংসার ছাড়িয়া বনেও যাই না। অথচ তোমার সংসারে থাকিয়া পূর্ণ যোগানন্দে মগ্ন হইয়া সংসারের প্রত্যেক জিনিষে তোমাকে দেখি, কেবল চারিদিকে ছোট ছোট হরি খণ্ড দেখিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হই, এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পালোয়ানী।

৮ই সেপ্টেম্বর, শনিবার।

হে আদরের বস্তু, হে মনের প্রিয়, যখন আমরা ভক্তদল হইয়াছি তখন ভক্তদলের লক্ষণ দেখান চাই। 'চাই বৈ কি' ঠাকুর, সকলেই বলেন; কে চান না তো? তাঁহারা বলেন 'একত্রে পূজা করি, মাঝে মাঝে সৎপ্রসঙ্গ করি, আর সকলে মিলিয়া তাঁহার গুণকীর্ত্তন করি। তাহা ঠিক। উপাসনা একত্রে হয়, তোমার কথাও হয়। কিন্তু আদরের হরির কি সাধ মিটিল?

আমি তোমাকে জিজ্ঞাসা করি, এমনি করে তোমাকে আদর করিলে তুমি আদৃত মনে কর কি না? তুমি যখন মাথা নাড়িয়া বলিবে, তখনি বিশ্বাস করিয়া বলিব, নাথ, কিসে তোমার আহ্লাদ হয়? যখন ভক্তগণ দৌড়া দৌড়ী করেন, বলেন কে মাকে ভাল জিনিষ আগে আনিয়া দিতে পারে? যখন ভক্তদের মধ্যে এইরূপ কথা হয়, "প্রেমের কুস্তিতে তুই জোয়ান কি আমি জোয়ান আয় দেখি।" মা, যখন তোমার ছেলেগুল এই রূপে হুড়া হুড়ী করে, তখন তুমি স্বর্গলক্ষ্মী স্বর্গ থেকে বল যে, এত দিনে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ল। তুমি চাও অষ্ট প্রহর এই ছোঁড়াগুল এইরূপে আমোদে মাকে খুসী করে। ও ছোঁড়াটা একবার মার ঘোমটা খুলে হেসে কুটী কুটী; আর একটা ১৫ বার দেখিয়াও তাহার পর হাসে। তুমি এইরূপ আমোদে বড় সুখী হও। ভাবুকের ভাব আর কত বলিব। যাহাতে তোমার সাধ মিটে তাহাই করিতে দাও। যখন পাঁচ জনে বসিবে, তখন যেন মাকে লইয়া পূজা করে। কে কাহাকে জিতিতে পারে,প্রেমে ভক্তিতে কে কাহাকে জেতে,এই সকল বিষয়ে পরীক্ষা করিব। মা-তে মত্ত হইয়া যাইব এইরূপ আসল খেলা হউক। তোমার পালোয়ানদের মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠ পালোয়ান্ যে ক্ষমা করে,যে মা-তে একেবারে ডুবিয়া রহিয়াছে। সেই সকল পালোয়ানদের বাহির কর। রোজ রোজ ধূলা মাখিয়া মাটি মাখিয়া তৈয়ার হউক। কুস্তি দেখিয়া লোক একেবারে আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে। হে নাথ, কৃপা করিয়া এই আশীর্ব্বাদ

কর অন্য বিষয় বড় হইব এ কামনা ত্যাগ করিয়া মার প্রেমে বড় হইব, মাকে লইয়া বড় হইব, এই কর। বৃথা অহঙ্কার দূর করিয়া ফেলিয়া দিব, মার কথায় নত হইব, মার ভাত খাইয়া বড় হইব এই আশার্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুণ্যে একত্ব।

১০ ই সেপ্টেম্বর, সোমবার।

হে প্রেমময়, হে পুণ্যময়, জীব যখন তোমার নিকট ভিক্ষা চায় সে যেন অসার বস্তু না চায়। তোমার সঙ্গে যদি কেবল ভালবাসার মিল হয় আমি তাহাকে যথেষ্ট মনে করি না। হে দীনবন্ধু, যদি বিশ্বাস করিয়া তোমারি হইলাম, কিন্তু তোমাকে অন্তরে তো পাওয়া হইল না। ভক্ত হই, প্রেমিক হই, মত্ত হই, যদি পুণ্যবান না হই তবে তোমার সঙ্গে প্রকৃত যোগ হইল না। যে তোমার মত সে আসল তোমার, আর তুমি তাহার। তেলেতে তেল, জলেতে জল যেমন মিলে, তেলেতে জলেতে কখন তেমন হয় না। হাজার নিষ্ঠাই থাকুক আর ভক্তিই থাকুক, তোমার সঙ্গে, তোমার পুণ্য স্বভাবের সঙ্গে, মিশিয়া না গেলে যোগ হয় না। আমার কথা মিষ্ট, স্তব সুমধুর, আমার হাত গুলো মার কাজ করে, কিন্তু তবু দেখ, শ্রীহরি, দুইজনে ফাক। তোমার ক্ষমাতে আমার ক্ষমা,

তোমার পুণ্যে আমার পূর্ণ হইলে যেমন ভিতরে মিশ খাইয়া যায় এমন আর কিছুতে হইবে না। জীব যখন তোমার কাছে প্রার্থনা করে, বলে যে তোমার পুণ্য দাও তোমার প্রেম দাও। আমি মার, মা আমার, ইহার প্রমাণ কই? তোমার স্বভাবটা আমাদের দাও। তোমার যে উজ্জ্বল তেজ ঐ তেজ আমাদের হউক। খুব কাল হইয়া ঢুকিয়াছি তোমার মন্দিরে, ক্রমে ক্রমে সুন্দর হইলাম, প্রকৃতি বদলাইল। দেবি, পুণ্যদানে ভক্তদলকে তোমার করিয়া লও। পুণ্য ভিন্ন অন্য বিষয়ে যে তোমার সহিত মিলন, সে এই আছে এই নাই। আমি আসল জিনিষটি তোমার পা ধরিয়া চাহিব। তোমার মুখের তেজ আমাদের গায়ে লেগে লেগে চক্‌চকে করে দিক্। তোমার সহিত পুণ্যে এক হইয়া যথার্থ একত্ব তোমার সহিত স্থাপন করিব। হে হরি, অসার জিনিষ ছাড়িয়া দিয়া পুণ্য ধনে ধনী হইব, তোমার পুণ্য স্বভাব প্রাপ্ত হইয়া যথার্থ তোমার সহিত মিলিত হইব, এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হৃদয়কুটীর।

১১ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার।

হে দয়ার সাগর, হে আহ্লাদের সাগর, আমাদের বাহিরের ঘরে অনেক গোল, নানা উত্তেজনা, শোক দুঃখ প্রবল

হয়। আমাদের ভিতরের ঘরে সে গোল ভো নাই, সে নিকেতনটি অতি প্রশান্ত, সুখের ঘর। যে এই দুইটি ঘরের মর্ম্ম বুঝিল সেই পথ ধরিল। পিতা, যে ভিতরের ঘরের সন্ধান পাইল না তাহার কপালে সুখ কই? যেখানে বাজার বসিয়াছে সেখানে কি শান্তি পাওয়া যায়? অথচ, জননী, সেই ঘরে আদ্খানা বাহিরের জীবন রাখিতে হইবে। হাত পা গুলো বাহিরে থাকিবে আর প্রাণটা ভিতরে থাকিয়া তোমার সঙ্গে আলাপ করিবে। হে দয়ালু পরমেশ্বর, সেই আরামের ঘরটি, আদর করিয়া 'দিল আরাম' যাহার নাম রাখিয়াছ, সেখানে আমাদের যদি থাকিতে দাও, তাহা হইলে বাহিরের উত্তাপ সহ করিতে পারি। রোগ শোকের জন্য বাহিরের অর্দ্ধ ভাগ রাখিয়া দিই আর গভীর অর্দ্ধ লইয়া তোমার প্রেমানন্দসাগরে ডুবিয়া থাকি। ঐ ভিতর ঘরের রহস্য বুঝিলে বাহিরের রোগ শোক মানুষ সহ করিতে পারে। বাহিরে কত পরীক্ষা, কত বিপদ, কত লোকের সঙ্গে দেখা শুনা, রাস্তা ঘাট, গাড়িতে মানুষে পরিপূর্ণ, বাজারে গোলমাল, কখন সম্পদ কখন বিপদ। আর যাই ফুক্ করিয়া তোমার ঘরের দরজা বন্ধ করিয়া দিলাম, একেবারে চুপ্ চাপ্ নিস্তব্ধ, চতুর্দ্দিকে একটি শব্দও নাই, একটি চিঠিও আসিতে পারে না। কেবল দেবী সঙ্গে দেবীদাস বসিয়া যোগের মজা করিতেছে! নিস্তব্ধ অবরুদ্ধ বাক্যে যাহার সাধন তাহারই মজা। হে ঈশ্বর, কোথায় বা স্বর্গ কোথায় বা নরক। হরি হে, প্রাণের ভিতরে সকলই আছে! ঐ যে দরজা বন্ধ

ঘরটি উহার ভিতর স্বর্গ। এই নীচের নরক ছাড়িয়া সিঁড়ী দিয়া ঐ উচ্চ স্থানে গিয়া স্বর্গধামে পৌঁছিতে হয়। সংসারের কোলাহল পূর্ণ বাজারে না ঘুরিয়া ঘুরিয়া গভীর হৃদয়কুটীরে নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া জীবনকে শান্তি সলিলে মগ্ন করিয়া দিই। হৃদয়কুটীর মধ্যে আর গোল দেখিব না, কোলাহল সহ্য করিব না, কেবল সেই শান্তি ঘরে শান্তিময়ী জননীকে সঙ্গে করিয়া চির শান্তি সম্ভোগ করিব, এই আশা করিয়া, হে দয়াময়ি, তোমার শ্রীচরণে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

অচ্ছেদ্য যোগ।

১২ই সেপ্টেম্বর, বুধবার।

হে দীননাথ, হে অনন্তদেব, তুমি যে শুনিয়াছি স্থায়ী, আর সকলই অস্থায়ী। লোকে বিপরীত বুঝিল, কাঁদিল। সংসার রহিবে না, ধন রহিবে না, আর কোন পৃথিবীর মায়া থাকিবে না, এই বলিয়া সংসার কাঁদিল। আমরা বলি, অসার রহিবে না মানে,সয়তান থাকিবে না, পাপ থাকিবে না,থাকিবে কেবল তুমি। তুমি স্থায়ী, উহারা অস্থায়ী। উহাদের সঙ্গে অসার আমোদের সম্বন্ধ। তোমার সঙ্গে অনন্ত কালের সম্বন্ধ। পৃথিবীর লোকে বলে, 'ধুইলে পাপ যায় না, কিন্তু ধুইলে হরি যায়।' হরি কি একটা দাগ? এ অপমান শুনিয়া দুঃখ হইল।

আর পাপ কি একটা মনের ভিতরে কাঁটা সেঁধিয়েছে যে হাজার ধোও যাবে না? প্রেমস্বরূপ, তোমার নামে এ অপবাদ ভক্ত-জনে কি করিয়া সহ্য করিবে? আমি যদি তোমার যথার্থ ভক্ত হই তাহা হইলে বাম হাতে পাপ মাখিয়া জল ঢালিয়া দেখাইতে হইবে পৃথিবীকে ডাকিয়া, যে,এই দেখ জল দিলাম মুছিয়া গেল। ডান হাতে হরিকে মাখাইয়া সমস্ত সমুদ্রকে আনিয়া ধুইব, বলিব দেখ, পৃথিবী, হরি আমার তো গেল না। হরিপ্রেম আমার কামড়ায়, হাড়ের ভিতরে প্রবেশ করে, বাহিরে ধুইলে কিছু হইবে না। এই দেখ সয়তান ঘরে ঢুকিল, এক ফু দিলাম কোথায় গেল। দয়াসিন্ধু, এই হইল শাস্ত্রের সার। আর এটি পাপী জগতের পক্ষে নববিধানের সত্য। সমুদ্র চেষ্টা করিয়াছে সমস্ত জল দিয়া হরিকে ধুইয়ে ফেলিতে,কিন্তু কিছুতে পারিল না। আমার হরিকে কেহ আর তাড়াইতে পারিবে না। আমার শরীরটি লবণরাশি। হরিরস একটু ঢুকিয়া সমস্তটাকে সিক্ত করিয়াছে। এক তাল চিনিতে একটু জল ঢালিয়া আস্তে আস্তে দেখিতেছি শিরে গেল, স্নায়ুতে গেল, মাংসে গেল, হাড়ে গিয়া ঢুকিল। কে ইহাকে তাড়াইবে? লাগিয়েছে যখন, তখন মজিয়াছ, রসিয়াছ, ভিজিয়াছ। এক বার রসিয়াছ, আর শুকাইবে না। সমস্ত ধুইয়া যাইবে, কিন্তু হরির সঙ্গে যে বাঁধন বাঁধিয়াছি তাহা আর কখন যাইবে না। হরি আমায় ছাড়ে না। এমন গাঁট বাঁধিয়া যায়, কাটিলেও কাটে না। হরি, তুমি অনন্ত কাল

স্থায়ী। আর অন্য সমস্ত অসার। এইটি দেখাও জীবনে। অনিত্য অসার পাপ যত সকলই চলিয়া যাইবেই যাইবে, ইহা বিশ্বাস করিয়া, হরি বান্ধব যে আমার চির বান্ধব ইহা জানিয়া, চির কালের মত নিত্য যোগানন্দে মগ্ন হইয়া থাকিব, দয়াময়, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মার হাসি দর্শন।

১৩ই সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।

হে দয়াসিন্ধু, ইহকাল পরকালের প্রচুর ধনসম্পত্তি, মানুষ যখন নাবে তখন তুমি উঠ। যখন মানুষ কাঁদে, তখন তুমি হাস। যখন মানুষ দুঃখী হয় তখন তুমি ঐশ্বর্য্য দেখাও। যখন মানুষ নিঃস্ব, তখন তুমি সর্ব্বস্ব। ও মা দমিয়া গেলে তুমি জোর করিতেছ না। এখন, এক জন অভক্ত, ভাবুক নয়, জিজ্ঞাসা করিল—ভগবানের এ কি রীতি? আমাদের সঙ্গে এত চটাচটি? ভাবুক বলেন, তুমি যখন সুস্থ তখন আর ভগবান কেন সুস্থতা দেখাইবেন। তোমার কাঁদিয়া কাঁদিয়া অষ্ট প্রহর গেল, তখন হাসিয়া হাসিয়া মা লক্ষ্মী নাবিয়া আসিলেন। নববিধান বুঝাইয়া দিলেন, মানুষ তুমি নিরাশ হইও না। দুঃখের সময় মানুষ ভাবে, ভগবান কত দুঃখী। আপনি রাগে, তোমাকে রাগী ভাবে। ভাবুক জনের ঠিক উল্টা।

যে দিন যেটা অভাব হইয়াছে সেই দিন তুমি সেটা দিবে, এই হইতেছে পরিত্রাণের কথা। আমি যখন খুব দমিয়া যাইব, তুমি বুকের উপর দাঁড়াইয়া এমনি নাচিবে যে খুব চাঙ্গা করিয়া দিবে। তুমি যদি আমাদের দুঃখের দিন দুঃখী হও, তাহলেই আমাদের মহা মুস্কিল। চতুর হরি, ঢের বুঝে তুমি কাজ কর। ছেলেকে দুঃখের সময় সাম্‌লাবে কে? হাসি মুখ দেখিয়ে সুখী কর্‌বে কে ছেলেকে? আমি কাঁদি তাতে ক্ষতি নাই, কিন্তু দেখো তোমার মুখচন্দ্রে কোটি চন্দ্র-হারে দেখে যেন সকল দুঃখ ভুলে যাই। হাসি মুখ খানি যেন কখন মলিন না হয়। মার সহাস্য বদন বিষণ্ণ জনের আরাম। তুমি হাসিলে আমরা হাসি, বাড়ী হাসে, ঘর হাসে, দেশ হাসে, সকলেই হাসে। যে দিন রাত্রি তোমার মুখের হাসি দেখে তার বুঝি রোগ হয়, দুঃখ হয়, কোন ভাবনা বুঝি তার থাকে? আশীর্ব্বাদ কর যেন সকল সময়ে তোমার হাসি মুখখানি দেখে সকল দুঃখ বিপদকে ভুলে থাকিতে পারি। কমলে হাস্যবদন দেখি, তোমার মুখে চব্বিশ ঘণ্টা হাসি দেখে দুঃখে হেসে ফেলিব এই আশা করে, জননী, তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত আমরা সকলে বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

একাট্য যোগ।

১৪ই সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।

দয়াময় যোগেশ্বর, তোমার কাছে কোন প্রকার ফাঁকি চলে না। ঐ যে তোমার স্নেহস্বরূপ একটি স্বরূপ আছে, মানুষ উহাকে হজ্‌মিগুলি মনে করে। হাজার পাপ করুক আর দুষ্কর্ম্মই করুক, ভাবে তোমার স্নেহ তাহাকে ক্ষমা করিবে। কিন্তু মানুষ ভাবে না যে হরির খুব সূক্ষ্মবিচার, একটু অন্যায় সহ্য করিতে পারেন না। সংসারের গোলমালে গোঁজা মিলন দিয়া স্বর্গে চলিয়া যাইব ইহা সকলের চেষ্টা, ইহাতে, ঠাকুর, বড় বিষফল ফলিতেছে তোমার ইন্দ্রিয়াতীত যোগ রাজ্যে না গেলে কিছু হইবে না। যোগের নিয়ম যে চক্ষু কর্ণকে নীচে রাখিয়া একেবারে উপরে উঠিতে হইবে মা হইয়া স্তনের দুগ্ধ দাও তাই খাইব, আর গুরু হইয়া শক্ত উপদেশ দিবে তাহা লইব না? পৃথিবীর উপরে দশ হাত উঠিয়া আকাশে বাড়ী করিয়া উপাসনা প্রার্থনা করিব। মেছহাটার সম্মুখে বসিয়া যে উপাসনা করিব তাহা হয় না। চিন্ময় হরি, আমি এই মূর্ত্তির দেশে তোমায় কেমন করিয়া দেখিব? এই শব্দের দেশে তোমায় চিন্ময় বাক্য কি করিয়া শুনিব? প্রাণেশ, নিভৃত নির্জ্জন স্থানে, কাতর প্রাণে, একখানি আসন দাও, তাহা হইলে চিৎ দিয়া চিৎ টানিব। চিতের বর্শি দিয়া চিতের মাছ ধরিব। ভক্তিমাখান আনন্দের চরণখানার উপর ফেলিব। এখানে গোঁজা মিলন চলিবে না। যদি বাজাতে

বাজাতে তার কাটিয়া যায় একেবারে বেলয় অরসিক বলিয়া বিবেক তাহারে খুব ধম্‌কায়। এ দেশের লোকেদের আর গুণের কথা কি বলিব। যাঁহারা বন্ধু বলেন, যাঁহারা যোগ সাধন করেন বলেন, তাঁহারাই ত তার কাটেন। খুব যোগে বসিয়াছি, দিলে তার ছিঁড়িয়া হরি, তোমার ঘরে লোহার দরজা বন্ধ করিয়া হরিরস পান করিব। মূর্ত্তি নাই যাহার, মাটি ধরিয়া পাইব কি করিয়া? আমার প্রাণ প্রাণকে পাইবে, আমার জ্ঞান জ্ঞানকে পাইবে, আর আমার প্রেম প্রেমকে পাইবে। আর যেন এই ছোট খাট, পাঁচ মিশলে, সংসারে থাকিয়া না ঠকি; কিন্তু একেবারে চিদানন্দ ধামে গিয়া অকাট্য যোগানন্দে মুগ্ধ হইয়া তোমার শ্রীচরণতলে চির দিনের জন্য বদ্ধ হইয়া থাকি, হে দয়াময়ী, অনুগ্রহ করিয়া তুমি আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সিদ্ধি।

১৫ই সেপ্টেম্বর, শনিবার।

দয়াল শ্রীহরিধন সমক্ষে কথা কহি। যাঁহাকে ভালবাসি, যাঁহাকে প্রাণ দিলাম, তাঁহার সঙ্গে কথা কহি। হরি, সিদ্ধির আর কত দূর? চিরকাল কি মানুষ সাধন করিবে? এ জন্ম কি সাধনেই শেষ হইবে? সিদ্ধি কি পরলোকে? এখানে সিদ্ধপুরুষ কি হওয়া যায় না? পথ যাহা ধরাইয়াছ সে যে

সৌভাগ্যের পথ। এ পথে যে মার অনেক প্রেমলীলা দেখিলাম। এ যে বড় সুখের পথ। কত ফুল ফল, কত নূতন মানুষ, এ পথ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছি। কেন ঢাকা ছিল নববিধানের রাস্তা? এ আনন্দের যোগের পথ কেন এত দিন খোলে নাই? মন, বল তোমার হরিকে যে আহা কি পথে এনেছ, ঠাকুর। কেবল শান্তি। স্বর্গ মর্ত্তের আর প্রভেদ রহিল না। ঈশ্বর, মনে হয় যে এই সিদ্ধির পথ। হে মাত, করযোড়ে এই নিবেদন করি যে সিদ্ধপুরুষ কর। যোগে সিদ্ধ, ভক্তিতে, পুণ্যেতে, বৈরাগ্যে সিদ্ধ, মত্ততায় সিদ্ধ; অচল অটল পাহাড়ের মত আর নড়িব না। কাঁচা থাকিলে সুখ নাই। "আজ উপাসনা হইল, কাল যদি এত ভাল না হয়?" বন্ধুরা সর্ব্বদা এই কথা বলেন। "কাল্‌কে তো পাপ করি নাই, আজ আবার পাপ করিতেছি?" সিদ্ধপুরুষ করিয়া দাও। মা আমার, আমি মায়ের, এমন অবস্থায় হৃদয়কে রাখ। যে পথে এসেছি থামিব না। হাসিতে হাসিতে কেবলই দৌড়াইতেছি, বৈকুণ্ঠ দেখিতেছি। ঐ যে আমার মার বাড়ী। এই যে আমার মার বাড়ী। এই যে ভক্তেরা সব খেলা করিতেছেন। মজায় আছেন মজার লোক! অসিদ্ধ একটাও নাই। যে পথে আনিয়াছ এই সিদ্ধির পথ। মা, যেন ফিরি না অসিদ্ধ হইয়া। সিদ্ধ হইবই হইব। বন্ধুদের বল, "সাধনই কর্ আর যাই কর্, সিদ্ধ না হইলে আর কিছু হইবে না। মা বুঝাইয়া দাও যে উহাতে শান্তি নাই, সিদ্ধি নাই।

উপাসনাকে বন্দী করিয়া রাখিব। উপাসনা, বল্ যে এক দিনও আমায় ছাড়্বি না. বল্। সঙ্গীত ব্রহ্মসাধনও বল্, এক দিনও আমায় ছাড়্বি না। মা, এ কয়টাকে আমি একেবারে বন্দী করিয়া লইব। ধ্রুব, প্রেমচাঁদ, ছেলে বেঁলাই কেমন সিদ্ধ হইলেন। বুড়রা ছেলে ধ্রুবচাঁদের কাছে লজ্জায় মাথা হেঁট করিলেন। মাথায় হাত রাখিয়া আশীর্ব্বাদ কর যেন আমি সিদ্ধ হই। আমি আর কাঁদিব না। নির্ভয় হইব, যম আসিলেই তাহার দাড়ী ধরিয়া নাড়িব, বলিব, খাসের প্রজাকে ধরিও না, তাহাকে ভয় দেখাইব। একটা দল, সিদ্ধ গোঁসাই, হরি প্রেমে মত্ত, আহা কি সুন্দর দৃশ্য! এমন একটা দল যদি পাই খুব মাথায় করিয়া নিয়া নাচি। এই সাধ, মা, এই সাধটা খালি বাকি রহিয়াছে। সিদ্ধ হইব আর বান্ ডাকিবে, আর চারি দিকে প্রেমের জলে ডুবাইয়া দিব। তারা বল্বে আমরা দুঃখী হব, আমি বলিব, আমি থাক্তে তা হবে না। সকল ঘরে প্রেমের বান্ সিদ্ধির বান্ ডাক্বে। আর সাধনের চঞ্চল অবস্থায় না থেকে সিদ্ধেশ্বরী ২ এই নাম জপ করিতে করিতে শমনকে ফাঁকি দেব, মৃত্যুর দরজায় চাবি দেব; কেঁবল হরি প্রেমে মাতোয়ারা হইয়া চির সিদ্ধি লাভ করিব, মা দয়াময়ী, দয়া করে মাথায় হাত রেখে আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [॰ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পাখী প্রত্যর্পণ।

১৬ই সেপ্টেম্বর, রবিবার।

হে ভক্তের হরি, বড় লোক হইলে পাখী পোষা রোগ হয়। ঈশ্বর, তোমার মত বড় লোক আর কে? সৌখীন আর কে? রসিকতা তোমার ঘরে যেমন, সৌখীনের বাটী তোমার বাটী যেমন, এমন আর কোথাও নাই। তুমি ত পাখীর ব্যবসা কর না, কিনিয়া বেচ না। কিন্তু কিনিয়া পোষা তোমার আমোদ। দেখিলাম পাখী উড়াইয়া লইয়া যাও গৃহস্থের বাটী হইতে, আর ফিরাইয়া দাও না। ঠাকুর, আমার পাখী ফিরাইয়া দাও। অন্যায় হইবে। তোমায় চুরির দাবি দিব। রাখিও না। তোমার কাণ নাই নিরাকার কি না? শুনিতে পাও না। ভাল কথা জ্ঞানের কাণে কিন্তু শুনিতে পাও। চর্ম্মকাণ নাই, মন্দ কথা শুনিতে পাও না। আমি কাঁদি, বলি "আমার পাখী কে নিলে, ফিরিয়ে দাও, ছেড়ে দাও" কেহ শুনে না। মনে করি জোরে হইল না, ভুলাইয়া দেখি। ছোলা দিলাম, দুধ কলা দিলাম, সকল দিলাম। স্বর্গের দরজার কাছে গিয়া বলি, "আয় পাখী আয়, কোথা গেলি আমার হৃদয়ের ধন, আয় দুধ কলা খা। আয়রে পাখী পালিয়ে আয়, খাবার লোভে দৌড়ে আয়।" কোথায় হাজার পাখীর মাঝে আমার মিলিয়াছে, জবাব পাইলাম না। দিন গেল, বর্ষ গেল, মাস গেল, পাখী এল না। হরি চোর,— পিঞ্জরের পাখী চুরি কর? মানুষ বেঁচে থাকিতে পাখী উড়াও?

তোমার ভাল দেখায় না। তোমার ভাবনা কি? তোমার ঘরে কত পাখী। তোমায় হাত ঝাড়িলে যথেষ্ট, তোমার ভাবনা কি? তুমি আবার শিকারীর মত পাখী ধরিয়া বেড়াবে? লোকের বাড়ীতে গিয়া ভাল দেখিয়া ভুলাইয়া লইবে! স্বভাব। লোকে বলে পাপী কোন মতে পাপ ছাড়ে না। ভগবানের স্বভাব ভাল, তিনিও ছাড়েন না। ধুইলেও যায় না, মুছিলেও যায় না। আমার পাখীটার উপর আমার বিশ্বাস ছিল। আমার কথা শুনিত, আমার তোতা অনেক বুলি বলিত। আমার শালিক আমার শেখান কথা শুনিত। যোগ শিখিয়া অবধি খারাপ হইয়া গেল, আর আমার কথা শুনে না। আমি বলি, বল 'সংসার,' সে বলে 'হরি'। আমি বলি, বল আমি তোর মনিব, সে বলে 'আমার মনিব চিন্তা-মণি।' আ-মর পাখী, তুই কি আর সে খাবার পাবি? স্বর্গে কি ছোলা আছে? কে আদর করিবে? পাবি না, মনেও করিস না। দেবী, আমি বলিতেছি, পাখী শুনে না। পা ঝাড়িতেছে, গ্রাহ্যও করে না। সেখানে গিয়া অধিক কিন্তু উহার লাবণ্য বাড়িয়াছে। বুঝিয়াছি জায়গায় গিয়াছে। আমার ত নয়, পরের পাখী পুষিয়াছিলাম। পরমাত্মা আর জীবাত্মা। এবার বুঝিয়াছি। যাহার ধন তাহার কাছে। স্বর্গের গাছে, পরমাত্মা বড় পাখীর কাছে জীবাত্মা ছোট পাখী। তুমি ঠোঁটে করিয়া উহাকে খাওয়াইতেছ। ও আর আমার কথা শুনে না। বুঝিয়াছি যত দিন পৃথিবীর কাদা পাখী খায়,

তত দিন সে কথায় ভুলে। এক বার স্বর্গের ফল খাইলে আর কি সে ইহা চায়? চিদাকাশে যে উড়েছে সে কি আর নামে? কি খাওয়াও? যোগ ফল। উহাতে নাকি নেশা হয়? পাখী প্রমত্ত হইয়া গিয়াছে। হরি, যোগ ফল কি? কি খাওয়াইলে? এত দিন ত এমন হয় নাই। আগে যাইত, গান টান গাইয়া বেড়াইয়া চেড়াইয়া আবার সাবেক ছোলা কলার লোভে আসিত। পাখীটা দুই দিকই রাখিত, উত্তরে দক্ষিণে দুই দিকে উড়িত। ঊর্দ্ধগতি ছিল, অধোগতিও ছিল। এখন আর এক রকম হইয়া গেল। ব্রহ্মের মুখ দেখিয়া কেমন হইয়া গেল। আমি মরিনি, ঠাকুর, তবু মরিয়াছি। আমার মন যদি স্বর্গে রহিল, তবে আর বাকি কি, ঠাকুর? যদি ধরিয়াছ তবে আর ছাড়িও না। আর প্রায় আমার কথাতেই কি ছাড়িবে? তুমি লোভী। কিন্তু এমন রোগা পাখীটাকে হাতে করিয়া বেড়াও কেন? যোগী পাখী, ভক্ত পাখী কত পাখী আছে। ওটা নিয়েছ কেন? ঠাকুর কত পাখী ধরিয়াছ? তোমার বয়স ত অনেক হইয়াছে। কত প্রাণপাখী উড়াইয়াছ? প্রাণ পাখী যাক। খাঁচায় খাঁচায় ত মিলিবে না, পাখীতে ২ মিলিয়াছে। গান শুনিতেছে। আমোদে বলিতেছি কি মজা হইল। আগে কি ভয়ানক অবস্থায় ছিলাম। সংসারের পচা খানার ধারে দুর্গন্ধে মরিতাম। এখন কেমন মজা। মা, বেস করিয়াছ। তবে আর ছাড়িও না। মা, তোমার হাতে পাখী থাকে ভাল। ঐ হাতে

পাখী থাকে ভাল। ঐ হাতে পাখী যে দিন বসাও, সে দিন পাখীর দফা শেষ। আমি পাখী, যোগ ত ফুরাইয়াছে, এ বার আয় না। পাখী বলে "আর না, আমিত তোর নই। আমি যার, মা আমার।" আচ্ছা পাখী থাক্। তুই থাকিলে আমার থাকা। যোগফল খাও, মার কাছে গান শিখ, আর চাই না। তবে দেখিতে চাই এমন করে কটা পাখী উড়ে। দেহ খাঁচাকে ফাঁকি দিয়া প্রাণপাখী ফুড়ুৎ করিয়া উড়িল, আর মার মুখে হাসি এসেছে; আর পাখীরা আমোদে মজিয়া গিয়াছে। হইল ভাল, এখানে থাকিয়া কষ্ট পাইত, এ ত বেশ হইল,বেশ মার কাছে থাকিবে,মার হাতে খাইবে। এখানে পচা পোকা খাওয়াইতাম, সোণার পাখীকে বিষ খাওয়াইয়াছি। মা গো, আর নির্যাতন করিব না। তোমার পাখীকে আস্তে আস্তে তোমার হাতে সমর্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত হই। মা, তুমি তোমার পাখীকে হাতে বসাইতে ভাল বাস। তোমার কোমল হাতে পাখীকে বসাইয়া দিব, মা, তোমার ধন তোমাকে দিয়া চিরসুখী হইব, এই আশা করিয়া সকলে মিলিয়া ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

জড়ে হরি দর্শন।

১৭ই সেপ্টেম্বর, সোমবার।

হে দয়াময়, হে চৈতন্যময়, জড়েতেই মাতিলাম, জড়েতেই মজিলাম। জড়াতীত হরিকে তবে আমরা কিরূপে পাইব? হরিদাস হইবে যে, জড়দাস হইল সে? কেন এ বিড়ম্বনা? হরিদ্বার বন্ধ করিয়া দেয় এই জড়। তীর্থযাত্রী সকলেই ফিরিল, কেন না জড়, অসার অপদার্থ, হরিদ্বার রুদ্ধ করিয়াছে। ঐ আমার সামনে হরি, মধ্যে জড় আড়াল করিয়া ফেলিয়াছে। সে জন্য নিবেদন যে যাহাতে একাকার নিরাকার হইয়া যায়, এ চক্ষু যাহাতে সাকার দেখে না ছোঁয় না, এই কর। তাহা না হইলে তোমার স্পর্শমনি নাম কি করিয়া হইবে? সোণার পাহাড়ে সোণার হরি দেখিয়া শুদ্ধ ও সুখী হইব। জলে সোণা চক্ চক্ করিতে লাগিল, তার উপর আমার হরি বিদ্যমান। ফুলের পাপ্ড়ি সোণা হইয়া গেল; সূর্য্যে সোণা, চন্দ্রে সোণা। কাহার সোণা? হরির সোণা, চিন্ময়ের চিন্ময় সোণা। আমার হরির রংএ জগৎ টুক্টুকে। তাহা হইলে আমার সব হইল। এখন এমন অসার পাথরের সংসার তাহাও ভক্তপরিতোষ হইবে বলিয়া স্বর্ণময় হইয়া গেল। এত চেষ্টাতেও উপদেশ সফল হয় না যে জড় বুদ্ধি থাকিতে, চিন্ময় বোধ তো হইবে না। প্রকৃতির ভিতরে মা তোমায় ভাল করিয়া দেখি। আমাদের কাছে জড়ের জড়ত্ব যেন আর না থাকে। উর্দ্ধে

শক্তি, বামে শক্তি, চতুর্দ্দিকে শক্তি, মৃত জড় আর নাই। নির্জীব, পচা, দুর্গন্ধ জড় আর তোমার কৃপায় রহিল না কিছু। সকলে হরিনামে হিরণ্ময় হইয়া যাইতেছে আমাদের প্রিয় হরির নামে মাটি সোণা হয়, এ যদি দেখিতে পাই আর দেখাইতে পারি, তাহা হইলে অলৌকিক হয়। আমাদের জড় তনুকে সুবর্ণ, জড় সংসারকে সুবর্ণ করিব, সমস্ত জড়ের মধ্যে তোমাকে দেখিয়া শুদ্ধ এবং যথার্থ সুখী হইব, মা, দয়া করিয়া আমাদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নিত্য বস্তু।

১৮ই সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার।

প্রেমময় হরি, নিত্যকালের হরি, কে আমার নিত্য, কে অনিত্য আমি যেন তাহাই ভাবি। আমার পৃথিবীতে কাজ নাই, সংসারে কাজ নাই। গুরু, কৃপা করিয়া আমাকে কে আমার নিত্য আর কে অনিত্য বুঝাইয়া দাও। হরি, আমার নিত্যধন, তোমাকে প্রেম করিলে আমার মরণ নাই। তোমার সহিত চিরকাল থাকিব ইহার চেয়ে আর আমি কি চাহিব? পিতা, সন্তানকে তুমি নিত্যধন দিয়া সুখী করিতে চাও, আমরা অসারেতে এত প্রেম দিতে চাহি কেন? নির্ব্বোধ বুদ্ধি মনে করে,এই বুঝি চিরস্থায়ী। মিথ্যা মিথ্যা পাঁচ দিনের

আলাপে কি দরকার আমার? আমি কি বাজারে জিনিষ কিনিতে আসিয়াছি? আমি আসিয়াছি মহাজনের দেশে যাইব বলিয়া পথে দুই ঘণ্টা গাঁজা খাইলে কি হইবে? নিত্য স্ত্রী, নিত্য পরিবার, নিত্য দল আছে কি? যদি না থাকে তুমি তাহাই হও। তুমি আমাকে নিত্য মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছ। আমি যদি ইহা আমার ধর্ম্ম, ইহা আমার কর্ত্তব্য বলি, এটা কেবল মায়া ঢাকিবার কৌশল। আমার যাহা তাহাই নিত্য, আর যাহা আমার নয়, ফুঁ দিলে উড়িয়া যায় তাহা অনিত্য। আমি কি এতই নির্ব্বোধ যে বৃদ্ধের বুদ্ধি লইয়া বাতাসের সঙ্গে প্রেম করিব।—যে বাতাস এই আছে এই নাই? হরি, সকল বস্তুতে নিত্য আছে। আপনার সংসারের ভিতরে নিত্যধন আছে, আবার উপাসনার ঘরে অনেক অনিত্য আছে। (উপাসনা যদি চলিয়া যায়, এই ভক্তি ভাব যদি উপে যায়, এই মাতৃরূপ দর্শন যদি কাল না হয়।) নিত্য করিয়া লইতে পারিলে সকলই নিত্য। কত ক্ষণ লাগে, মা, সংসারকে নিত্য করিতে? তোমার সংসার করিয়া দিলে নিত্য হইল। আত্মায় আত্মায় মিলাইয়া দিলেই তোমার হইয়া যায়। কিন্তু মরা মানুষ তাহা চায় না। ভক্তদের মধ্যেও অনেকে তাহা চায় না। ধ্রুব মন্ত্র সাধনের ব্যাঘাত এই। নিত্য ছুঁইব, অনিত্য ছুঁইব না। সামান্য কর্ম্মের ভিতরে নিত্য ফল আছে। যাহা আছে আর পরে চলিয়া গেল, সে স্বপ্নের সঙ্গে, মা, এ জন্মে যেন সম্বন্ধ না হই।

নিত্য বন্ধু, চিরবন্ধু, দয়া করিয়া এবার নিত্য কি বুঝিতে দাও। তুমি বলিয়াছ চিরকাল কাছে থাকিবে। সংসারের কেহ তো এমন কথা বলে না। সে আদর আর কে করে, কেবল তুমি কর। তুমি কি না ২০। ৩০ বৎসর পালন করিলে বলিয়া আদর চাও না। আর তোমার কথাটা যদি আর কেহ বলে তাহা হইলেই সে নিত্য হইল। সকল বস্তুর ভিতর থাকিয়া নিত্য সম্বন্ধ বাহির করিতে দাও। নিত্য কালের যোগ যেন তোমার সঙ্গে রাখিতে পারি। যাহা কিছু অসার তাহার ভিতর থাকিয়া প্রেম ভক্তি নিত্য সম্বন্ধ বাহির করিয়া তোমার সহিত নিত্য বৃন্দাবনে চির সুখে থাকিব, মা দয়াময়ী, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দিবারাত্র হরিকীর্ত্তন।

১৯শে সেপ্টেম্বর, বুধবার।

হে মঙ্গলময়, হে প্রণতসখা, তোমার ত ইচ্ছা যে অনন্তকালের দিকে আমাদের টানিয়া লইয়া যাও। কালের দেবতা, কালে ক্রীড়া করে দুই দিনের জন্য। কালাতীত দেবতা খেলা করেন চির দিনের জন্য। নাথ, পুষ্করিণী হইতে টান নদীতে, আবার মাছ যখন বড় হয় তাহাকে ফেল তখন সমুদ্রেতে। কখন তাহাকে ছোট হইতে দাও না। ক্রমেই

সে অনন্তের দিকে চলিল। পাঁচ মিনিটের উপাসনা ক্রমে সুখের লোভে দশ মিনিটে, ক্রমে আবার দুই ঘণ্টায় দাঁড়াইল। তবু সে সময়ে বন্ধ। নয় সমস্ত দিন তোমার উৎসব করিলাম, রাত্রি ১১ টার পর ত থামিল। লোভী মন শেষে সমস্ত দিনের উৎসবেও তো সন্তুষ্ট হইল না। তখন মন বলে আমার দেহের সঙ্গে কি সম্বন্ধ? যত শক্তি অন্তরে, ইহারা ত সকলে তোমার সন্তান। আমার দৃষ্টিশক্তি, চিন্তাশক্তি, বিবেচনাশক্তি, এ সমুদয় শক্তি তোমারই কন্যা। এরা কেন তবে অনন্তমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া অনলস হইয়া দিবানিশি হরিনাম করিবে না? হরিকীর্ত্তন কি আর বন্ধ হয়, ভক্তের বাড়ীতে? বিবেকের দল একটা, চক্ষের দল একটা, কাণের দল একটা, এই রকম করে গোটা কতক দল করিয়া কেন দিবানিশি যাহাতে হরিনাম কীর্ত্তন হয় তাহারই বন্দোবস্ত হয় না? যে হরিনাম কাণে লাগিয়াই আছে সেই হরিনাম শুনিব। গাময় হরিনাম করিয়া দাও। ভিতরে সমস্ত প্রকৃতিটাকে হরিনামের করিয়া দাও। প্রকৃতি সর্ব্বদা অমৃত বচনে আমার ভিতরে মধুর স্বরে হরিনাম করুক। সেত খারাপ নয়, অবিশ্বাসিনী নয়। মাঝে মাঝে আমি একটু কীর্ত্তন করিব। তোমার এই যে শক্তিগুলি এঁরা তোমার খুব ভক্তের অনুগত। এই কীর্ত্তনের দলটাকে যদি নিযুক্ত করি তাহা হইলে নিত্য গৃহে হরিকীর্ত্তন হয়। মানা করিলে ইহারা শুনিবে না। মা, আমার পয়সা নাই, কীর্ত্তনেকে নিযুক্ত করিতে পারি না।

তুমি যদি টাকা দিয়া নিযুক্ত করিয়া দাও সমস্ত দিন রাত্রি হরির নাম কীর্ত্তন হয়। তাহা হইলে দেহটা তরিয়া যায়, আর আমার দুঃখ যন্ত্রণা সব চলিয়া যায়। এই পায়ের নখ থেকে আমার চুল পর্য্যন্ত যত শক্তি হরি হরি বলিতেছে। মনের যত কিছু শক্তি সব হরি হরি বলিতেছে। এমন তেজের সহিত বাজাতে কাহাকে দেখি নাই, এমন গান কোথাও শুনি নাই। কাজ করি আর যাহাই করি, দেহ মন দুইটা নিত্য যেন আমার ভিতরে হরিনাম করে। হরিনাম-সম্বন্ধে আমাদের যে অপবিত্র আলস্য আছে তাহা ত্যাগ করিয়া ভক্তপুরীতে সর্ব্বদা হরিনৃত্য, হরিরসপান, দিবারাত্র শক্তি সকল মাতৃনাম কীর্ত্তন করে, যার নামের সুগন্ধ সমস্ত দেহ মনে ছড়াইয়া দিতেছে, সমুদয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য! মিলিয়া দুই ভাইয়ে, দেহ মনে, হরিগুণ কীর্ত্তনে মাতিয়া গিয়াছে, এই দেখিয়া চিরকালের জন্য যেন আমরা শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা, অনুগ্রহ করিয়া মাথায় হাত দিয়া আমাদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বেহুঁস ভাব।

২০শে সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।

হে দীনের সহায়, হে কাঙ্গালের ঠাকুর, বুদ্ধিমিশ্রিত ধর্ম্মকে আর বিশ্বাস হয় না। যে উপাসনা করে, অথচ চারি

দিকে তাকায় সে কি বিশ্বাসী? যে সকল বিষয়ে বুঝিয়া চলে সে কি তোমার লোক? মত্ততা ভিন্ন হরিভক্ত ঠিক হওয়া যায় না। শুনিয়াছি, দেখিয়াছি, বুঝিয়াছি, মানিয়াছি। একটু এদিক ওদিক যে তাকায় সে ধূর্ত্ত, সে চতুর। যেমন খাঁড়া খানি পড়িবে আর কোন দিকে তাকাইব না, অমনি আত্মবলিদান হইল। দয়াময়ি, পাঁচ কথা মানিতে গেলেই পূজাদেবী যিনি তিনি বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যান। বলেন এতো বড় শঠ! চারি দিক্ বজায় রাখিয়া তো চলিতেছে! প্রেমময়, এ সাজ্বাতিক সুখ্যাতি যেন তোমার ভক্তের কখন না হয়। এরূপ পুরস্কার নিয়ে যে আমোদ করে সেত সয়তানের প্রজা। মার কোলে আছি, মা যদি আগুণে ফেলে দেন আচ্ছা, তখনও তো কোল ছাড়া হই না। একটা বেহুঁস করিবার কিছু খাওয়াইয়া দাও এ হিমালয়ে—যে হিমালয় যোগের গাঁজা খাওয়াইয়া দেয়, প্রেমের ধুতূরা খাওয়াইয়া দেয়, এই হিমালয়ে ধর্ম্মমাদক সেবনের যে খুব রীতি, এখানে পাথর ছুঁইলে সংসারের জ্ঞান চলিয়া যায়। লজ্জা ভয় দুইটাকে বিসর্জ্জন দিয়া সংসার ছাড়িয়া শ্মশান লইয়া মহাদেব যোগী তোমারই হইয়া যান। অতএব, ঈশ্বর, যদি সেই পবিত্র স্থানে আনিয়া থাক, আমরা ফিরিয়া যাইব এখান থেকে সে ফল না খাইয়া? আমরা কেমন করিয়া বাঁচিব? যে ফল খাইলে একেবারে ধর্ম্মেতে, যোগেতে, প্রেমেতে উন্মত্ত হইব, সেই ফল লইয়া যাইব। আর এখন এ বয়সে দুই আর তিনে পাঁচ, ভাবিতে

পারি না। তুমি এখন বেশ বুঝাইয়া দিতেছ যে, কেবল বলা 'হরি হরি' আর বেহুঁস হয়ে গড়াগড়ী। সংসার করিব বেহুঁস হইয়া। উপাসনা করিতে বসি বেহুঁস হইয়া বেড়াইতেছি বেহুঁস হইয়া। সে দিন হিমালয়েতে যে মহাদেবের যোগ বাগান থেকে কি খাওয়াইয়া দিলে, সে দিন থেকে খাইতেছি দিতেছি কি করিতেছি জানি না, মজায় আছি। কিন্তু এই অবস্থায় চিরকাল রাখিয়া দাও আমাদের, হে হরি। হরির দিকে যে জ্ঞান সে জ্ঞান খুব পরিষ্কার যেন থাকে, হরি, তোমার কাজে খুব জ্ঞান থাকিবে; কিন্তু বেহুঁস। গান করিতেছি খুব বেহুঁস হইয়া, কিন্তু তাল মান ঠিক আছে। যোগী ভক্তেরা ত এই বলেন। এক জন বিনীত হৃদয়ে তোমার কাছে প্রার্থনা করিতেছে যে ঐ বেহুঁস করিবার একটি ফল দাও। অপ্রমত্ত যোগ ভক্তির পথ একেবারে ছাড়িয়া দিয়া বেহুঁস হইবার রাস্তায় চলিয়া যাই, গিয়া অষ্ট প্রহর তোমাতে মত্ত হইয়া চিরকালের জন্য শুদ্ধ এবং সুখী হই, মা দয়াময়ি, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

নির্ম্মল চক্ষু।

২১শে সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।

হে প্রেমস্বরূপ, হে সত্য, এখন ত নিত্য ধন না বুঝিলে আর উপায় নাই। বাল্যকাল গেল রসরঙ্গে, বৃথা মায়ায়। এখন জ্ঞান আসিল, এখন ত ভুলিলে চলিবে না। পিতা, তোমার ছেলেদের চক্ষে পীড়া হইয়াছে। পিতা, মুক্তি ধন, যোগ বল, সবই চক্ষে। যে অপবিত্র দর্শন করে, নরক দর্শন করে, তাহার কিছুতেই ভাল হয় না। যাহা দেখিতে যায় তাহার ভিতরে একটা অপবিত্র অমনি দেখিয়া বসিয়াছে। চক্ষু যদি হলুদের মত হইয়া যায় সকল বস্তুতে হলুদের রঙ দেখে। তোমার কাছে যে যোগ রঞ্জন নামে ঔষধ আছে তাহা দিয়া আমাদের চক্ষুর পীড়া আরাম করিয়া দাও। নিত্য বস্তু সত্য বস্তু, পবিত্র বস্তু তাহা হইলে সকল স্থানে দেখিব। ঐ অঞ্জন না চক্ষে লাগাইলে কিছুতেই সত্য বস্তু দেখিতে পাইব না। পর্ব্বতের ভিতরে আসিয়াও সেই নরক দেখিবে, ফুলের ভিতরেও অপবিত্রতা দেখিবে। এমন কি আমরা নির্ব্বোধ হইয়াছি যে জানিয়া শুনিয়া আমরা সারকে অসার দেখিব? তেমন এক হাতুড়ী পাই তবে ত বাদাম ভাঙ্গিয়া শাঁস খাইতে পারি। যেগোঘাতে খোশা ভাঙ্গিয়া গিয়া শাঁস বেরিয়ে পড়িবে। যে বস্তু ছুঁইব ফট্ করিয়া চাবি খুলিবে, দেখিব ভিতরে তুমি বসিয়া রহিয়াছ। তাহা না হইয়া

চারিদিকে কেবল পাহাড়, নদ নদী, গাছ ফুল যোগী বিশ্বাসী ভিন্ন ইহা কে দেখিবে? এ বয়সে চক্ষুকে জ্যোতিষ্মান্ করিয়া দাও, পিতা। নির্ম্মল চক্ষে বিনা আয়াসে খুব দেখিব। চক্ষু যখন সুশিক্ষিত হইল যোগেতে, তখন ত তাহার চেষ্টা করিতে হয় না, পরমহংস হইয়া দুধটুকু ছাঁকিয়া লইবেই লইবে। এত বুদ্ধি এত জ্ঞান তবুও বলিতেছি মায়াকে সত্য। এক ফুঁ দিয়া সমস্ত অন্ধকার দূর করিয়া দিল, চারিদিক পরিষ্কার হইয়া গেল, ব্রহ্মময় সকল ভুবন। সকল বুদ্ধি চূর্ণ হইয়া গেল। হরিভক্ত নিত্য হরিকে মানিয়া নিত্য বস্তু লাভ করিয়া সুখী হইলেন। নিত্য না দেখিলে অনিত্য কি করিয়া বুঝিব? সুন্দর না দেখিলে কি করিয়া বলিব যে অন্য গুল কদাকার। দেখাইয়া দাও, পিতা, যে তুমি নিত্য। একেবারে তোমার ভিতরে ঢুকিয়া লীন হইয়া যেন যাই। অসার অনিত্য বস্তুতে প্রেম না রাখিয়া তুমি নিত্য হরি, তোমাকে দেখিতে দেখিতে চক্ষু নির্ম্মল হউক। দিব্য চক্ষে চারিদিকে তাকাই, কেবল মাতৃরূপই দর্শন করিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব এই আশা করিয়া ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যোগসলিলে নিমগ্ন।

২২শে সেপ্টেম্বর, শনিবার।

হে দীনবন্ধু, হে সন্তাপনিবারণ, ভক্তেরা তোমাকে শীতল বলিয়াছেন। তুমি খুব শীতল যোগের সলিল, শান্তির জল। যোগেতে কেহ গরম হয় না; কিন্তু সকল গরমি কাটিয়া যায়। প্রাণ জুড়াইয়া যায়, তাপিত হৃদয় শীতল হয়। পাপেতে মানুষ জ্বালাতন হয়। গরম লোহা যেমন জলে দিলে ঠাণ্ডা হয়, তেমনি সন্তপ্ত সংসারকে যোগের জলে ডুবাইয়া দিলেই অমনি একেবারে জুড়াইয়া যায়। হরি হে, বুঝে বুঝে তুমি এমন শীতল হইয়াছ। পৃথিবীতে ভয়ানক গরমি; টাকার, ষড়রিপুর গরমি চারিদিকে। এমন যে পাপেতে পাথর ফাটিতেছে। হরি, প্রাণ জুড়াইয়া দিলে তুমি। এক বার গায়ে হাত দিলে আর অমনি সর্ব্বাঙ্গ জুড়াইয়া গেল। আগুনে কেন পুড়িবেন ভক্তেরা? একটি বার করে সকালে উপাসনার সময় তোমার শান্তিজলে স্নান করে আর সমস্ত দেহ মন জুড়াইয়া যায়। যোগটা ভাবিলেও যেন আরাম হয়। যেমন ডুব দিলাম, কোথায় চিন্তা, কোথায় সংসার। অগাধ জলধি মাঝে হরিভক্তিসাগরে একেবারে গেলাম ডুবিয়া অতলস্পর্শ, নাবিতে নাবিতে কত প্রাণ ডুবিয়া যাইবে। সেই এক উত্তপ্ত প্রকাণ্ড বিস্তীর্ণ সাহারা; মানুষ পাপে, ভাবনায়, রোগে শোকে পুড়িতেছে, আর এ কোথায় পড়িয়া রহিয়াছি। চারি-

দিকে শত শত পদ্ম ফুল. হরিপাদপদ্ম। তাতে ভ্রমর মধু পান করিতেছে। কৈ চিন্তা? ক্ষতবিক্ষত শরীর জুড়াইয়া গেল। এই কি, হরি, তোমার যোগজল, এই কি তোমার শান্তিজল? যদি দয়া করিয়া মানুষ জন্ম দিয়'ছ তবে শান্তিজল যেন কখন ছাড়ি না। তোমার এই যোগরূপ শান্তিসলিলে ডুব দিয়া গাত্র জ্বালা, মনের জ্বালা, আত্মজ্বালা, সংসারের পাপের যন্ত্রণা জুড়াইয়া দিই। তোমার শ্রীপাদপদ্মের ভিতরে ঢুকিয়া ঠাণ্ডা হইয়া যাই। আর আগুনে, কি পাপের, কি সংসারের আগুনে, পুড়িব না। যোগের জলে ডুবিয়া তাহাই পান করিব, তাহাতেই মগ্ন হইয়া থাকিব, মা, এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

প্রতিশোধ।

২৩শে সেপ্টেম্বর, রবিবার।

হে প্রেমের আলয়, হে শান্তিনিকেতন, নব বিধানে এক নূতন আনন্দ জগতের হইল। যাহা ছিল না তাহা আসিল। কেবল নূতন সাধন নয়, হে ঈশ্বর, নূতন সুখও আসিয়াছে। এই সুখ খুব ভোগ করিতেছি তোমার প্রসাদে। মনের ক্লেশ, শরীরের ক্লেশ, তাহার ভিতরে অপূর্ব্ব আনন্দের স্রোত খুলিয়া গিয়াছে, তাহার ভিতরে বসিয়া আছি। শরীরও নাই, মনও নাই।

সূক্ষ্ম আত্মা হইয়া বসিয়া আছি। বুঝিতে পারিতেছি আছি মাত্র। সুখে আছি, দুঃখে নয়। ধনে আছি, দরিদ্র নয়। একটা কেবল দুঃখ, অতি ভয়ানক, হৃদয় বিদারক, তাড়াইতে পারিতেছি না। পিতা, কর্ণপাত করিয়া শ্রবণ কর—লোকে শুনে না এ সুখের কথা। নবীনানন্দ নব সুখ স্বর্গ হইতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ, ইহা মানুষ বিশ্বাস করে না। কেন? আমি ত কাণাকে চক্ষু দিতে পারিলাম না, কালাকে শুনাইতে পারিলাম না, বুজরুকি দেখাইতে ত পারিলাম না, তাহাই, হে হরি, নববিধানে বিশ্বাসের ভূমি খুলিল না। এক জনের সুখ অন্যে বুঝিল না। এক জন চীৎকার করিয়া বলিতেছে, এত সুখ! এত সুখ! কেহ তাহা শুনিল না। বলে, কই তোর ঈশ্বর দেখা যে যায় না, যোগও হয় না। বিশ্বাস পাওয়া গেল না, ঠাকুর, বিদ্বান্ সমাজে। কথা বলিলে কিছু হয় না। কথা ঢের, বই ঢের, তাহা কেহ চায় না। দৃষ্টান্তের অভাব; তাহাই চাই। পৃথিবীকে উপদেশ দিয়া কেহ কখন বাঁচাইতে পারে না। তাহাই কথাগুল, উপদেশগুল, লেখাগুল কোথায় উড়িয়া গেল। দুর্ব্বল মানুষ বুঝিতে পারে না। আর এক জন সুখ পায় তাহা কেহ স্বীকার করিতে চায় না, সায় দেয় না। কেবল কি, ঠাকুর, এ সুখের সংবাদ লইল না? ঠাকুর, এমন তুমি, এমন তোমাতে সুখ, সেই ঠাকুর এমন সুন্দর বৃন্দাবন সাজাইলে কেহ এল না, প্রজা যুটিল না। দুই ঘর প্রজা আসিয়াছিল, উঠিয়া গেল। তোমার মন্দিরের

কাছে পাঁচ ঘর প্রজা বসাইলাম, দূরে উঠিয়া গেল। বলে, তুমি শক্ত, বীজ ফেললে শীঘ্র গাছ ফুটে না। এই সকল ওজর করিয়া পালায়। কথা ত লইল না, বরং যাইবার সময় কষ্টকর কথা বলিয়া গেল। ঠাকুর, কেহ চায় অপদস্থ হই, কেহ চায় শরীর ভাঙ্গে, মন ভাঙ্গে। কেহ চায়, ধর্ম্মটা একেবারে লোপ পায়। কেহ চায়, হরি, আমার হরি, তোমার নাম কেহ না করে। তুমিও চলে যাও, আমিও চলে যাই, জগৎ আর বিরক্ত না হয়। দিন যায় না অপবাদ ভিন্ন, রাত্রি যায় না গালাগালি ভিন্ন। এক জনের ক্ষুদ্র প্রাণে আর ধরে না। এক জন ক্ষুদ্র, আমার মত, এত নিষ্ঠুর নির্য্যাতন সইতে পারে না। অথচ লোকে তুষ্ট নয়। নূতন সংবাদ দিয়াছি কি না? তার বিনিময়ে কষ্টে প্রাণটা দিতে হইবে। কাহারও মন উঠিতেছে না। আপনার লোকদেরও বিশ্বাস হইতেছে না। বলে এ ব্যক্তি পরম বস্তু পায় না। মিথ্যা অপবাদ গালি দিল, মাথায় লইয়া বসিলাম। ২৪ ঘণ্টার অগ্নিপরীক্ষা কিছুতেই থামে না। অগ্নি খাই, অগ্নি পরি, অগ্নিতে নিশ্বাস ফেলি, অগ্নিতে প্রাণত্যাগ আশ্চর্য্য নহে। ঠাকুর, ইহার জন্য কি আমি তোমার কাছে কখন কাঁদি? কখন বলি? সিংহের তেজ, শত লোকের অপবাদেও কিছু করিতে পারিবে না। কিন্তু, ঠাকুর, কথাটা ত রহিল। অপবাদ হইতে বাঁচাও, এ নীচ প্রার্থনা ত কখন কখন করি না। কষ্ট এলই বা। লক্ষগুণে যদি, মা, তুমি

কষ্ট দাও আমি কাতর হব না। নীচ প্রার্থনা আমার নয়। যত পারে বলুক না। আমার কাজ, সারা দিন বলিব "ভক্তি চাই, বিশ্বাস চাই"। ফেরি করিব দ্বারে দ্বারে, খোদ্দের মিলে না। মাথায় পাথর মারে, বাটীতে লইয়া গিয়া জুতা মারে। বলে যশ কামনা ঢের। মা, কি প্রার্থনা, সত্য বলিব? এক বার প্রতিশোধ লইতে চাই। ২৫ বৎসরের প্রতিশোধ লইতে চাই। আমার প্রদত্ত সংবাদ যেন সকলের বুকে প্রবেশ করে। মা, কেবল এই প্রতিহিংসা চাই যে উহাকে চীৎ করিয়া ফেলিয়া তোমার বিধানের আনন্দ উহার মুখে ঢালিয়া দিব; তবে মরিব। মা, আমাকে অমর করিয়া দাও। কেবল এই দেখি যে আমার মা নাম সকলে লই-তেছে। তাহা হইতে আর দুঃখ কি? গালাগালি ত আমার ভাত ডাল। এত যে যোগ-ক্ষেত্রে খাটিয়াছি তাহার পয়সা দেয় কে? গালাগালি দেয়, তা দিক্, মা, গালাগালি ত তোমার ভক্তের ভূষণ। তুমি সহ্য করিতে পার, তোমার ভক্তেরা কি তাহা শিখেন নাই? সকল সহ্য করিব। উহাকে ছাড়ব কেন, উহাকে বাটীতে লইয়া যাইব। ও আমার বুকে লাথি মারিয়াছে, আমি উহার মুখে অমৃত ঢালিয়া দিব, এই চাই। মা, এই প্রার্থনা, যে নব বিধানের সৌন্দর্য্যটা দেখিতে হইবে। যে কথাটী বলিয়াছি তাহা মানিতে হইবে। নিরাকারকে দেখা যায়, ভালবাসা যায়, আর যে নূতন বৃন্দাবন হইয়াছে তাহাতে সকলে মিলিয়া নৃত্য করা যায়। হে

কল্যাণদায়িনী, এই প্রতিশোধ চাই। যিনি যত বিরোধী, তিনি তত যোগী হউন্। মার নাম লউক্, নৃত্য করুক্, তাহার পর আমাকে মারুক। তাহা হইলে উহাদের দুঃখ ত যাইবে, মার নাম ত লইবে। কেমন জব্দ হইবে। এক বার মার কাছে আনিতে পারি ত সাধ মিটে। বলি, কেমন পৃথিবী, জড় যে ঠাট্টা করিয়াছিলে, ভক্তিকে যে অজ্ঞানতা বলিয়াছিলে, আর যে পৃথিবী নড় না? মা নামে যে বড় জ্বলিয়া যাইতে। এখন কেমন? আর পার? বলিয়াছি ত মা নামের কাছে পরাস্ত হইতেই হইবে। এবার ত বুঝিলে এই কাহিল লোকটা কি করিতে পারে হরি সহায় হইলে। মা, যাহা দেখিয়াছি তাহা বলিব। মা, এইটে জগৎকে দেখাইব যে আমরা এক মাকে পাইয়াছি। আমরা সুখের নববৃন্দাবনে সকলে মিলে নৃত্য করিতেছি। মা আনন্দময়ী, এই বলি যে, এই সুখের মুহূর্ত্তটাকে কেহ যেন অবহেলা না করে। মা, দয়া করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর, তোমার স্বর্গ হইতে যে সুখের সংবাদ আসিয়াছে সকলে যেন ইহা শ্রবণ করেন, আর অবিশ্বাস না করেন। মা, যত লোক আমাদিগকে গালি দিয়াছেন, সকলকে যেন এই অমৃত পান করাইয়া প্রতিশোধ লইতে পারি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

আমিতে আমিতে মিলন।

২৪এ সেপ্টেম্বর, সোমবার।

হে দীনদয়াল, হে যোগেশ্বর, যোগীর বন্ধু, বিয়োগই যে মৃত্যু তাহা ঠিক্। দেখিলাম, তোমাতে আমাতে বিয়োগ হইলে আমার মৃত্যু হয়, ইহাও দেখিলাম যে আমাতে আমাতে বিয়োগ হইলেও আমার মৃত্যু হয়। এক দেহ ঘরে দুই বিরোধী, কেমন করিয়া মানুষের শান্তি হয়। ঘরে শান্তি না হইলে কাহারও সঙ্গে শান্তি হয় না। এই দুইটা ঝগড়াটে লোক এক না হইলে আমি তো কিছুতে সুখী হইব না। হরি বিচারপতি, তোমার কাছে অভিযোগ করি। এই যে লোকটা কেবল কলহ করে, ঘরে আগুন দিতে চায়, উহার কি শাস্তি নাই? আত্মা কি আত্মার শত্রু নয়? আর আত্মা কি মিত্র নয়? দুই ঠিক্! এত দিনের পর উহা স্বীকার করিয়াছে যে আর হরির ঘরে বিবাদ আনিবে না। এখন পশু মানুষ হইয়াছে, আগুন জল হইয়াছে। তোমার কথা শুনিয়া শুনিয়া এত দিনে উহার আক্কেল হইয়াছে। নীচের আমি আর উপরের আমির মধ্যপথে সন্ধি হইয়াছে। আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হউক যে, দেবতা অসুরের যুদ্ধ থামিল। এখন আর কে কলহ করিবে? নীচের আমি উঠিয়া উঠিয়া হৃদয়ের কাছে আসিয়া উচ্চ আমির ভিতরে ঢুকিয়া গেল। এই এক হওয়াই যথার্থ স্বর্গ! একটা বিবেক, একটা তোমার

কথা; একটা হরির স্বর, একটা দস্যুর স্বর; এ রকম আর দুইটা থাকিতে পারিবে না। এত দিনের পর দেখিতেছি শান্তিরাস্তা খুলিয়া যাইতেছে। দুই সুর এক হইয়া হরির সুরের সঙ্গে মিলিয়া যাইতেছে। প্রেমময়, দুইজনকে এক করিয়া তোমার সঙ্গে মিলাইয়া দাও। বিরোধ নাই, এক হইয়া যাইবে। যোগীর তো, মা, এই সুখের অবস্থা। নির্বিবাদে, নির্বিরোধে তিনি তোমাতে ডাকিয়া থাকেন। কোন ভয় নাই যে, ঘরে দস্যু কি দুরন্ত পশু কিছু আসিবে। তাহার শত্রুকুল নির্বংশ হইয়াছে। ষড়রিপুর এক ভাইও নাই। সমস্ত কোলাহল শান্ত হইয়া গিয়াছে। প্রাথরাজ্যটা নিষ্কণ্টক হওয়াতে কি সুখই পাওয়া যায়! হরিকে লইয়া একেবারে নির্ভাবনায় থাকি। আমার সঙ্গে আমির মিল না। হইলে কিছু হইবে না। কেহ আর তাহা না হইলে শান্ত হইতে পারিবে না। সকলের প্রাণে এই আশ্বাস বচন শুনাও যে নব বিধানের কল্যাণে শত্রুকুল বিনষ্ট হইয়াছে। মা আনন্দময়ীর শাসনে সমস্ত জগৎ নিরাপদ। যেখানে চলিয়া যাইতেছে কোন ভয় নাই, অভয়ার আশীর্ব্বাদে অনায়াসে যোগ করিতে পারিব। এই যে ঘরাও বিবাদ এটা যেন শীঘ্র মিটিয়া যায়। সমস্ত শান্তি কুশল হৃদয়রাজ্যে বিস্তার কর, শত্রুকুল বিনাশ কর। হৃদয়রাজ্যে নিষ্কণ্টকে তোমাকে লইয়া সুখী ও শান্ত হই, হে জননী, আমাদের আজ অনুগ্রহ করিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সুরের মিল।

২৫এ সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার।

"হে পিতা, হে শান্তিদাতা, পৃথিবীতে দেখিতে পাই, মানুষ যত শান্তিপ্রিয় হয়, তত তাহার কাছে চীৎকার অসহ্য হইয়া উঠে। যত দিন মানুষ বাজার করে, ততদিন তাহার বাজারের গোলমাল লাগে না। কিন্তু যখন সে বাজার ছাড়িয়া বাড়ী যায় তখন তাহার তো বাজারের গোল কিছুতেই সহ্য হয় না। যত দিন সুরবোধ না হয়, সঙ্গীতশাস্ত্র না জানে, সুরের বা তালের অমিল বুঝিতে পারে না; কিন্তু যখন তাহার ভিতরে সঙ্গীত শাস্ত্রের জ্ঞান জন্মিল, যখন তাহার সুর লয় বোধ হইল, তখন তাহার অল্প সঙ্গীতে অল্প অমিল দেখিলেই কাণে বড় লাগে। বিশ্রামের সময়, যোগের সময়, এখন আর কোলাহল কেন? ঈশ্বর, বাণিজ্যের রাস্তা তো ছাড়িয়াছি। এখন ঘরে বসিয়া প্রধান সঙ্গীতবিৎ তুমি, তোমার গান শুনিব। বিদায় লইলাম সংসারের কাছে সঙ্গীত শুনিব বলিয়া। এখানেও কেন আবার গোল? বন্ধুদের অশিক্ষিত সুরবিরোধী আওয়াজখানি যে আমার কাছে বজ্রধ্বনি। হরির কথা শুনিয়া তাঁহার পরামর্শ শুনিয়া আবার ইহাদের পরামর্শ শুনিতে হইবে? নাথ, যদি তোমার সুরের সঙ্গে সকলের সুর মিলিয়া যায়, তাহা হইলে তাহাদের কাছে বসিয়া থাকিলেও ভাল। তুমি বলিতেছ হাঁ, ইহারা

বলিতেছে না। অসহ্য বেলয় স্থান ভগবদ্‌ভক্তের পক্ষে অগ্নিসমান। থাকা যায় না, নাথ, থাকা যায় না। চুপ করিয়া বসিয়া সন্ধার সময় তোমার সঙ্গে এক হইয়া বসিয়া থাকিব। বলিব, ঠাকুর, বীণা না বাজাইয়া ইস্তক নাগাদ একটাও তো উপদেশ দিলে না। তোমার সকল বেদ যে ছন্দে লেখা। তুমি ক্রমাগত সুস্বরে তান লয় মানে আদেশ কর। আর যখন পৃথিবীর লোক আসিয়া উপদেশ দিতে আসে, মনে হয় যেন কি একটা জন্তু আসিয়া কর্কশ স্বরে কি চীৎকার করিতেছে। যাহার পৃথিবীতে আর অমৃত স্বর শুনা ভিন্ন আর কিছু নাই, সে গরীবের তো আর সহ্য হয় না। পৃথিবীকে যদি পরিত্রাণ দিবে তো পৃথিবীর সুরবোধ করাও। দূর থেকে শুনিয়াই বলিব, ঐ মা বীণাপাণী আকাশ হইতে নামিতেছেন। তোমার কথা কি বলিব, তোমার ভক্ত নারদটা আগে থেকে গান গাইতে গাইতে আসে। সুরেতেই পরিচয় দেয় ভক্তেরা। তুমিও সুর করিয়া কথা কও, ভক্তেরাও তাহাই করেন। একবার সুর শুনিলে বেসুর শুনিবার যো নাই। কি করিব, সংসারে থাকিতে গেলেই ইহা সহ্য করিতে হয়। হে প্রাণেশ্বর, বাগ্দেবী নাম ধরিলে কেন? গদ্যে কেন কথা কহিলে না? চীৎকার করে, গোল করে কেন উপদেশ দিলে না? যখন শুনিয়েছ সুর, গরীবের প্রার্থনা করিবার তো অধিকার আছে। আমি জ্ঞানী নই, পণ্ডিত নই, আমি কাহাকেও উপদেশ

দিতে আসি নাই। আমি মার গলায় আমার গলা মিলাইয়া দিব। আমি বাঁশি, তুমি সুর। তোমার সুর আমার কর্কশ সুরকে পুড়াইয়া দিয়াছে। আর যেন আমার বুদ্ধি, আমার সুর মনে মনে না ভাবি, কেবল তোমার বুদ্ধি, তোমার সুর বলিয়া তোমাকে প্রশংসা করি। তোমার কোমল কণ্ঠের স্বর শুনিতে শুনিতে মুগ্ধ হইয়া তোমার সঙ্গে আমাদের তেমনি মিলন হইবে যেমন সরস্বতীর সরস্বতীপুত্রের মিল হয়, মা, এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত আমরা বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

লোহার স্বর্ণত্ব।

২৬এ সেপ্টেম্বর, বুধবার।

হে প্রেমাধার, হে নিষ্কলঙ্ক প্রভাব, লৌহময় কৃষ্ণবর্ণ আমরা স্বর্ণময় গৌরবর্ণ হইব বলিয়া তোমার সূর্য্যোত্তাপে বসিয়া আছি। হে সত্যসূর্য্য, হে প্রেমসূর্য্য, আমাদের উপর তোমার তেজ ও কিরণ প্রত্যহ উপাসনার সময় প্রেরণ কর। এমন মূর্খ কে আছে, ঠাকুর, যে আপনার গা দেখিয়া আপনি লৌহ কি সুবর্ণ কি তাহা জানিতে পারে না। গা দেখিলেই বোঝা যায় যে লোহা। তাহাকে সোণা ভ্রান্ত হইয়া মানুষ কি করে বলিবে? একটি লোহা একটি কাল দাগ দেখিলেই

নাথ, বোঝা যায় যে আমি তোমার নই। হাজার কেন ধ্যান, গান, প্রার্থনা করি না পিতা, নৈতিক কলঙ্ক থাকিলে খাঁটি সোণা হইলাম না। দৈনিক কার্য্যে অকলঙ্ক থাকিতে দাও। আর কলঙ্কটি ঢুকিলে শীঘ্র বাহির হইতে চায় না; ঘরে শান্তি পবিত্রতা কিছুই থাকিতে পারে না। হরিস্বর্ণ আমার স্বর্ণ হইয়া যাকু। আমার হাতে হরি, চোখে হরি, কাণে হরি, মুখে হরি। কেমন করিয়া বুঝিব, নাথ, যখন দেখিব চারি দিকে হরিখণ্ড। কিন্তু যদি আমি একটা পাপ করিয়া ফেলি অমনি যে নরকের দ্বার খুলিয়া গেল। অমনি বল, "যাও"। সাধু হইয়াও রেহাই নাই। আমি পাপী বলিয়া নির্দোষীকে যদি দণ্ড দিই তাহা হইলে আমার ইহকালে পরকালে তো গতি নাই। হরি, নিবেদন করি তব শ্রীপদে যে, সুবর্ণ হইতে যে কিছু প্রতিবন্ধক আছে সে সকল হইতে আমাকে দূরে রাখ। দয়াময়ী, যারা দুঃখ পায় আমাদের জন্য, যাহারা নির্দোষ হইয়াও আমাদের দ্বারা দণ্ডপ্রাপ্ত হইয়াছে তাহাদের ক্ষমা যেন আমরা পাই। আমি নিজপাপ বহনে অক্ষম। আমি নিরপরাধী গরীবকে বিনা দোষে দুঃখ দিব ইহা ভক্তের হৃদয়ে বিষ, নরক। সে নরক ধুইলেও যাইবে না। সে চিরকালই রহিয়া গেল। নীতিতে এক হইব, সোণাতে এক হইব, তবেইতো তোমার সঙ্গে এক হইব। অন্যের দোষে যেন দোষী না হইতে হয়। এই জন্য গতিনাথ, তুমি আশা, তুমিই উপায়। আর যেন জীব রক্ত-

বয়সে নূতন পাপ সঞ্চয় না করে। নরকের আয়তন বৃদ্ধি করিবার কি প্রয়োজন? নাথ, সোণা করিয়া দাও। দীনবন্ধু, পৃথিবীর সমস্ত বিপদের মধ্যে নির্ম্মল থাকিয়া তোমার স্পর্শে খাঁটি সোণা হইতে পারি, এক বার গরীব বলিয়া আমাদের মাথায় হাত দিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

পুণ্যমূলক যোগ।

২৭এ সেপ্টেম্বর, বৃহস্পতিবার।

হে প্রেমময়, হে রসরঙ্গের হরি, অনেক কালের পরীক্ষায় বুঝিলাম, সিদ্ধান্ত করিলাম, যে মানুষ সহজে তোমার ভক্ত হইতে পারে, জ্ঞানী ও কর্ম্মীও হইতে পারে। একটু চেষ্টা করিলেই হয়। কিন্তু, পুণ্যমূলক যোগধর্ম্ম এই দেখিতেছি, সার, অকৃত্রিম ধর্ম্ম। হে দয়াল হরি, বনেদটি একেবারে শক্ত হইলে বাড়ীটী কেমন হয়? আর ঐ যে ঘর সব লোকে করিতেছে, ওসব মায়ার ঘর, বৃষ্টির সময় পড়িয়া যায়, দিন কতক পরে কাঁচা গাঁথুনির জন্য ইট্ বেরিয়ে পড়ে। যোগের বাড়ী কখন ইটের দ্বারা হয় না, নীরেট পাথরের ঘর। এক খানি পাথর খসিল না, কোটি কোটি বৎসরের ঘর। যোগীদের ভয় হয় না সেই জন্য, কাঁচা ঘরে সকলেই কাঁদে। যোগঘরে যোগী বসিয়া কাঁদেও না, ভাবেও না। বলি সেই জন্য যে

যোগের মূলে পুণ্য আছে, তাহাই দাও। অহঙ্কারকে একেবারে মাটি হইয়া গিয়া ভুলিয়া যাইব। স্বার্থপর হইবার যো থাকিবে না, কারণ আমিটাকে যে বিনাশ করিয়াছি। যোগের গৃহে প্রবেশের সময় তুমি জিজ্ঞাসা করিয়া লঁও, নিষ্কাম হইয়াছি কি না। তাহা না হইলে তো যোগী হইবার যো নাই। রিপুদমন হইল, মনটি সিদ্ধ হইল, প্রাণটি শীতল হইল, তখন যে যোগ হইল, তাহাতে কোন ভয় ভাবনা থাকে'না। প্রায় শুনিতে হইতেছে নৌকা ডুবিল, মানুষ মরিল। ও কে মরিল? ও যে সাধু ভক্ত ছিল? তাহা হইলে কি হইবে, ও যে রাগী ছিল। মা, তাহাই বলি, এই রূপ পুণ্যমূলক যোগ ভিন্ন মানুষের নিশ্চিন্ত হইবার আশা নাই। মনকে খাঁটি করিয়া যোগে বসিলে আর বাকি থাকে না। প্রেমময়ী, অন্য কয় জন এ পথে ও পথে যাইতেছে বলিয়া কেন আমি তাহাদের পথে যাইব? দেখিতেছি উহাদের নৌকায় ফুটো আছে। যোগের নৌকায় নীচে লোহা মোড়া। ডুবিবার মোটে ভয় নাই। অর্থাৎ অসার সাধন পরিত্যাগ করিয়া মায়ার ঘরে না থাকিয়া পুণ্যময় যোগ সাধন করিয়া যোগের ঘরে যোগেশ্বরীকে লইয়া নিশ্চিন্ত হইয়া সুখে থাকি, মা প্রেমময়ী, তুমি দয়া করিয়া আমাদিগকে আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সত্য হরি।

২৮এ সেপ্টেম্বর, শুক্রবার।

হে দীননাথ, হে চিন্ময়, হরিনির্দ্ধারণ তত সহজ তো নয়, মানুষ যত মনে করে। যেমন পৃথিবীর মানুষেরা ভূত প্রেত অসার বস্তু মানে, তেমনি ধর্ম্মশীলেরাও হরির প্রেত ভূত বিশ্বাস করেও মানে। প্রথম অবস্থাতে, হে পিতা, অজ্ঞান অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকিয়া পুতুল পূজা করে, পরে হরি পূজা করে। এই যে মধ্যের স্থানটি নানা প্রকার স্বপ্নের খেলা, ভূত প্রেত, ঐন্দ্রজালিক ব্যাপারে পরিপূর্ণ। পথিকেরা অনেক দিন থাকে এইরূপ রাজ্যে। পুতুল পূজার সময় বোঝা যায় এইটি পূজা করিলাম; কিন্তু মনের ছায়াতে কি না হরির ছায়া মিশিয়া যায় এই জন্য কেহ ধরিতে পারে না। যত দিন মানুষ ভ্রমমুক্ত না হইতেছে, তত দিন ভ্রান্তিতে পূজা করিবে। জীবন্ত দেব, লোককে কেমন করিয়া বুঝাইব জীবনে কিরূপে সুখ হয়। পাথর ভজিয়া ব্রহ্ম পাইবে? যে দেবতা আপনাকে পরিত্রাণ দিতে পারে না সে অন্যকে দিবে? এটা কেমন করিয়া ঠিক হইবে যে, প্রাণদাতা মোক্ষদাতা হরিকে আমরা এক ঘণ্টা দুই ঘণ্টা পূজা করিতেছি, আর মানুষ তবুও বলিতেছে, আমি নির্ম্মল হইতেছি না। এক দিন হরিকে দেখিলাম আর তাহার পর তিনি অদৃশ্য হইলেন? হরির কাছে একটী ছোট প্রার্থনা আর

নগদ পুণ্য ফল লইয়া উঠিলাম, ইহা যদি না হয় তবে আমার পূজা ঠিক নয়, হরিকে আমি ঠিক করিতে পারি নাই, আমার পূজা ভুল। হে হরি, মানুষকে এই মধ্যপথ হইতে বাঁচাও। তুমি বলিতেছ, "জীব, কাহাকে ভজিতেছিস্? আমার যদি কলঙ্ক থাকে, যদি আমার পূজা করিয়াও মানুষ শুদ্ধ ও ভাল না হয়, তাহা হইলে আমি ভগবান্ নই।" তোমার কাছে মানুষ কাঁদিল না অথচ বলিল, "দেখিলে, ২০ বৎসর কাঁদিলাম, আমার উপায় কিছু হরি করিলেন না।" সমস্ত দেবতারা বলিলেন "না, কৈ ও তো এক বারও হরির কাছে প্রার্থনা করে নাই।"—কল্পনার হরিকে পূজা করিলে কি হইবে? ঘরের ভিতর মায়া রাক্ষসী আসিয়া সমস্ত প্রার্থনা উপাসনা খাইতেছে—প্রাণ বিয়োগ হইবে রাক্ষসীর হাতে লক্ষ্মীপুরী থেকে, হরি, অলক্ষ্মীকে তাড়াইয়া দাও। খাঁটি লক্ষ্মী হইয়া এক বার সম্মুখে বস, দেখিয়া লই যে পূজা করিলাম আর রক্ত চাঙ্গা হইয়া উঠিল। ঠিক মা লক্ষ্মী কাছে এস। যখন এলে সত্যেতে মন প্রাণ ঢেলে দিলাম। পরম পিতা, দুঃখীর প্রার্থনাটী শোন। এ বিষয়ে অনেকে ভাবেন না। যদি ব্রাহ্মগুলিকে অসত্য হইতে সত্য হরির দিকে টানিয়া আন তাহা হইলেই তোমার একমেবাদ্বিতীয়ং নাম যথার্থ পৃথিবীতে ঘোষিত হইবে। হরি ঠিক হইলেই এক দিনেই রাতারাতি হাজার হাজার মানুষ ভাল হইয়া যাইবে। কোথায় পদ্মপলাশলোচন হরি, এই বলিয়া মানুষ সংসারবনে ঘুরিয়া

বেড়াক্, তাহার পরে আসিয়া দীক্ষিত হইবে। হা ঈশ্বর, কোথায় রহিলে? যথার্থ হরি আসিয়াছেন, এই বলিয়া ভারত জাগিয়া উঠুক। আমার ভাইগুলি, আমার অনেক দিনের প্রিয়তম ভাইগুলি দেখিয়ে দিন্ যে তাঁহাদের হৃদয়ে যথার্থ হরির ঝণ্ডা উড়িতেছে। জীবন্ত হরি, জ্বলন্ত হরি তোমাকে সত্য সত্য দেখিয়া, তুমি যে সত্য ইহা বিশ্বাস করিব, ভ্রম মায়া হইতে মুক্ত হইয়া তোমাকে হৃদয়ের মধ্যে রাখিয়া আর ইচ্ছামত হরি নির্ম্মাণ করিব না, মা, আজ অনুগ্রহ করিয়া তোমার জ্বলন্ত হস্ত আমাদের মাথায় রাখিয়া এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

হরি পরমধন।

২৯এ সেপ্টেম্বর—শনিবার।

হে প্রেমময়, হে পরম ধন, যত দিন মানুষের ধনকে ধন বোধ হয়, তত দিন তোমার প্রতি মানুষের প্রেম বিভক্ত হয়, সমস্ত প্রাণ দিয়ে তোমাকে ভাল বাসিতে পারে না; হৃদয়ের অর্দ্ধেক প্রেম দিয়া তোমাকে পূজা করে। আসল সাধন সেই সাধন যাতে তুমি আর ধন এক হইয়া যায়। পিতা, বিরোধীদের সহিত কত দিন বলপূর্ব্বক সন্ধি করিয়া থাকিব? এই দুইয়ের মধ্যে মিলন, আবার দেখি দুই দিন

পরে বিবাদ। ইচ্ছা হয় ধনটা স্বতন্ত্র বস্তু না থাকিয়া তোমার ভিতরে গিয়া লীন হইয়া যায়। সমস্ত পৃথিবীর সোণা হরি-সোণা হইয়া যায়, যত রত্নরাশি ব্রহ্মরত্ন হইয়া যায়। দেখিতে পাই বড় বড় ভক্তদের প্রাণটাকেও সময় সময় সংসারে টানে। দেখি ধনের অভাবে কষ্ট পায় লোকে। হরি যদি হলে সোণা, রূপা, জমিদারী, তাহা হইলে তোমাদের ছাড়িয়া কেন মানুষ অন্য স্থানে যাইবে? যার মার চরণের নূপুরে শত শত সহস্র সহস্র রত্নরাশি রহিয়াছে,সে আবার ধনের জন্য কাঁদিবে? ধন নাই কাহার বাড়ীতে? লক্ষ্মী নাই যাহার বাড়ীতে। আমাদের বাড়ীতে মা লক্ষ্মী এসে বাস করিতেছেন, আমাদের ভাণ্ডার সর্ব্বদা পূর্ণ, আমাদের বাক্সে সর্ব্বদা টাকা কড়ি। টাকার সমুদ্র—তার উপর জীবনতরী চালাইতেছি। মাতৃধনে অধিকারী যখন, তখন আবার ধনকষ্ট কি? লক্ষ্মীকে যখন বাঁধিয়া রাখিয়াছি ঘরে, তখন আমাদের আবার টাকার ভাবনা কি? যত সম্পত্তি ঐশ্বর্য্য তোমার। হে ঈশ্বর, মানুষ তোমাকে আর ধনকে আলাদা করে ফেলে দুঃখে পড়িয়াছে। যখন দুই চক্ষে দেখিব দুই এক হইয়াছে—তখন ঐহিক পারত্রিক দুইই লাভ করিলাম। গোড়া পেলেই ফল পাওয়া যায়। একান্ত মনে লক্ষ্মীকে হৃদয়ের ভিতর, পরিবারের ভিতর স্থাপন করিয়া ধনকামনা ধনকষ্ট একেবারে ভুলিয়া যাইব। হরিধনে ধনী হইব, ব্রহ্মধনে ধনী হইব, অসার বস্তুতে আর লোভী হইব না, পৃথিবীর সামান্য ধনে

ধনী হইতে চাহিব না, হরির চরণধনে অধিকারী হইয়া নিত্য সুখে সুখী হইব, মা, এই আশা করিয়া আমরা সকলে তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মার অন্তঃপুরে প্রবেশ ভিক্ষা।

৩০এ সেপ্টেম্বর, রবিবার।

হে দীনবন্ধু, হে যোগীর সম্বল, তোমার শান্তিনিকেতনের দ্বারে সমস্ত ভিখারীরা ক্রমাগত মনের দুঃখে চীৎকার করিতেছে—ভগবান্ মুক্তি দাও, শান্তি জল দাও, প্রাণ যায়, অন্ন দাও, ক্ষুধায় প্রাণ বিয়োগ হয়। প্রাতে, মধ্যাহ্নে, অপরাহ্নে, রজনীতে ক্রমাগত এই বিলাপধ্বনি তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিতেছে। হে প্রেমস্বরূপ, এ দলের ভিতরে কি আমরা নাই? আছি। আমরা তোমার ভিখারীদলের মধ্যে, ভিড়েতে আমরাও চীৎকার করিতেছি, কাঁদিতেছি। কিন্তু আনন্দময়ী, তোমার অন্তঃপুরে তোমার প্রিয়তম সন্তানগণ জড় হয়ে তোমার সহিত খেলা করিতেছেন। দুঃখ বিলাপ ক্রন্দন, এ সকল তব দ্বারে কালও ছিল, আজও আছে, কালও হবে। আনন্দ, ভক্তি, প্রেম, উচ্ছ্বাস এ সকল তোমার অন্তঃপুরে। এখানে চক্ষু হইতে দুঃখের জল, ওখানে চক্ষু হইতে আনন্দাশ্রু। ঐটি তোমার লীলার স্থান। তুমি এদের

প্রার্থনা শুনিতেছ, পরিত্রাণ করিতেছ। ওদের মজাইতেছ, তোমার প্রেমে। ভালবাস দুই দলকেই। হে যোগেশ্বরি, ঐ স্থানে বসিয়া মা বলিয়া ডাকিতে চাই। আর যেন দ্বারে দাঁড়াইয়া বস্ত্র দাও, শান্তি দাও বলিয়া চীৎকার না করিতে হয়। অনেক দুঃখের কথা বলিয়া কাঁদিয়াছি, আর কেন? এখন খেলিব, নাচিব, ডুবিব, ডুবাইব, মাতিব মাতাইব। এই লীলারসরঙ্গের সময়, যার জন্য এত কাল প্রতীক্ষা করিয়াছিলাম। অতএব ক্রন্দন বিলাপ শেষ হউক। তোমার অন্তঃপুরের প্রশস্ত দালানে ভক্তগণ সঙ্গে মিলিত হইয়া আমরা তোমার হাত ধরিয়া খেলা করি। এই সুখ দাও, দেবি। সকল উপাসক তো তোমারই। কিন্তু বাহিরের উপাসক যাঁহারা, বড় দুঃখী তাঁহারা। এক বার বল, "ভক্তদের কান্না কাটির দিন নাই, আর দ্বারে থাকিতে কাহাকেও দিব না।" হাত ধরিয়া লয়ে চল ভিতরে। যত মহাত্মাদের সঙ্গে মিলিয়া, শ্রীভাগবত শ্রবণ করি, প্রেমময়ীর ভারত লীলার কথা ভাল করিয়া শুনি। তোমার হাত হইতে কাড়িয়া খাবার খাইব; তোমার হাত ছিনাইয়া লইব, প্রার্থনা না করে। হে দেবি, স্পষ্টস্বরে বল যে সেই সময় ভক্তদের আসিয়াছে। আর মনে যে রাগ হইবে তার সময় কই? তাহার ফুরসোৎ কই? নাচিতেই দিন কাটাইতে হইবে যখন, তখন আর অবকাশ কই, নাথ, যে পাপ করিব? আর মনে হয় যে সময় অল্প দেখাটা কবে হইবে। সুতরাং ছাড়িয়া যাইবার

আর যো কই? উপাসনা কি? খেলা করা। প্রাতঃকাল হইতে আবার প্রাতঃকাল পর্য্যন্ত কেবল তোমার সহিত খেলা করা। এ পাহাড়ে কেবল যোগেশ্বরীর খেলা। প্রেমস্বরূপ, তোমার হাতের রচিত এই সকল পর্ব্বত তোমার গম্ভীর লীলা প্রদর্শনের জন্য, তোমার ভক্ত যোগী সন্তানদিগের যোগ শিখাইবার জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। যে আসে, প্রশস্ত ক্রোড়ে হিমালয় তাহাকে স্থান দিন। এমনি তৈয়ার করিয়া তুলিলেন যে গুরুচরণে বার বার প্রণাম না করে কেহই থাকিতে পারে না। এই অটল অচল পর্ব্বত, যিনি সেই বেদান্ত উচ্চারণ করিতেছেন, যিনি কত সংসারীকে উদ্ধার করিতেছেন এমন গুরু পৃথিবীতে রহিয়াছেন। বৃদ্ধ হিমালয় গুরু ক্রোড়ে আমাদিগকে এত দিন স্থান দিয়া যোগ শিক্ষা দিয়াছেন। জয় জয় হিমালয়ের জয়। এ গুরুর চেলা হইব। চির দিন ইহাঁর শিষ্য হইয়া থাকিব। যত পাইলাম ধন যেন তাহা চির ধন হয়। মনটা হিমালয়ে লাগিয়া গিয়াছে। যে গুরু দীক্ষাগুরু হইলেন শিষ্য কি তাঁহাকে আর ছাড়িতে পারে? অতএব হে যোগেশ্বরি, এই যে তোমার অন্তঃপুরের যোগলীলা হিমালয় শিখাইলেন এই সকল ব্যাপার চিরদিন যত্ন করিয়া হৃদয়ে রাখিব। পাহাড় ত দোলে না, শিষ্যও দুলিবে না। পাহাড় টলিবে না, শিষ্যও সংসারের ঝড়েতে টলিবে না। হে কল্যাণময়ি, এই খানে চিরকাল থাকিতে দাও। আর কলঙ্কের ঘরে কাহাকেও যেন প্রবেশ করিতে না হয়। গিরিবাসী

হে লীলাধারী ব্রহ্ম, চিরদিন তোমার এই সকল প্রেমের লীলা দেখিব। সিন্ধুক আজ বন্ধ করি। থোলেতে আজ পূরি টাকা কড়ি যোগের রত্ন, সমুদায় বাঁধি বুকের ভিতরে। হে ঈশ্বর, যোগী করিলে তো চির যোগী কর। যেখানে থাকিব মনে হইবে যেন খুব ইচ্ছ বৈকুণ্ঠধামের কৈলাসপুরীতে বসিয়া সুবাতাস সম্ভোগ করিতেছি, যত চিন্ময় পুরুষ নাচিতেছেন, ভাবে প্রেমে ঢুলিতেছেন, গায় গায় পড়িতেছেন। এই খানেই আছি, যাচ্ছি না। যাইব কোথায়? নিত্যানন্দের রাজ্য ছাড়িয়া যাইব কোথায়? কৈলাসপুরী আবিষ্কার হইল ছাড়িবে কে? এই যোগিদলে রহিল প্রাণ, ইহকাল পরকালের জন্য। হে প্রেমস্বরূপ, যেখানে যাই ঐ গিরিবাসী, মহাদেব চরণে প্রণতি, দেবী প্রকৃতি দেবীর পদারবিন্দে প্রমত্ত। এস, দয়াময়, আনন্দের সহিত কাছে এসে তোমার করে নাও চিরদিনের জন্য। হিমালয়ে যোগে প্রমত্ত হইয়া, মহাদেব নাম কীর্ত্তন, আনন্দ সম্ভোগ, পুণ্য সঞ্চয়—এই করিয়া জীবনের অবশিষ্ট দিন কাটাইতে পারি, কৃপাসিন্ধু, আমাদের সকলের অযোগী মস্তকের উপর হাত রাখিয়া আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মার রাজ্যে চিরবসন্ত।

আম্বালা, ৪ঠা অক্টোবর, বৃহস্পতিবার।

হে দয়াময়, সংসার অসার ইহা যেন আমরা বুঝিলাম, কিন্তু ধর্ম্ম কেন অসার হইয়া পড়ে। ধন মান অনিত্য মানিয়াছি, কিন্তু উপাসনা, বিশ্বাস, প্রেম ভক্তি, এসকল কেন অনিত্য বস্তু হইয়া যায়। পিতা, ধর্ম্ম দেখিতেছি সার ও অসার দুই রূপই আছে। তোমার আশ্রিতদিগকে অসার হইতে দূরে রাখ। ধর্ম্মরাজ্যের ভিতরে প্রবঞ্চনা থাকিলে মানুষের তো আশা নাই। ঠাকুর, তুমি কিনা নিত্য, যে ধর্ম্মে অনিত্য আছে সে তোমার নহে। তোমার রাজ্যে শীত গ্রীষ্ম তো নাই, আনন্দময়ীর দেশে চিরবসন্ত। ওখানে যদি কেহ এক দিনের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে তাহাকে নাকি সেখানে রাখা হয় না। তোমার দেবালয়ে যে বলে, "আজ ভাল উপাসনা হয় নাই কাল যেমন হইয়াছিল" তাহাকে তখনি দেবালয় হইতে দূর করিয়া দাও। কেহ যে বলিবেন, "মার মুখে দিন রাত্রি আছে, মা সকালে হাসেন রাত্রিতে কাঁদেন" কোন মূর্খ এমন কথা বলে? মা আমার আনন্দময়ী? সদাই হাসিতেছেন। এই জীবন থাকিতে থাকিতে তোমার ঐ চিরবসন্তের রাজ্যেতে গিয়া যদি বাস করিতে পারি তাহা হইলে একেবারে কৃতার্থ হইয়া যাই। এই যে যোগরাজ্য এখানে অষ্টপ্রহর নাচিলেই হইল, কুবেরের ধন যেন ছড়ান

হইয়াছে সর্ব্বদাই, মার মুখের হাসি থামে না থামে না, গাছে ফুল শুকায় না শুকায় না, ফোয়ারার জল বন্ধ আর হয় না হয় না। চারিদিকে সুখের লক্ষণ! যোগিজনের মনোলোভা শোভা এই জন্য তিনি মার কোমল চরণ বুকে লইয়া এই খানেই পড়ে থাকেন। ক্রমে ক্রমে দুঃখের দরজা একেবারে বন্ধ করিয়া দিয়া তোমার দেবালয়ে বসিয়া অনন্তকাল প্রেম ও যোগে ডুবিয়া থাকিব, মা, এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত আমরা বার বার সকলে প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

ভাগবতী তনু ভিক্ষা।

দিল্লী, ৫ই অক্টোবর, শুক্রবার।

হে প্রেমময়, হে গুণের সাগর, সাধু মন অসাধু তনু বহন করিতে পারে না, যেমন স্নান করিয়া পরিষ্কার করিয়াছে যে অঙ্গ সে ময়লা বস্ত্র পরিধান করিতে চায় না। শরীর যদি পাপ অন্ধকারে মলিন থাকে, তবে মন কি করে ভাল হইবে? যাহার তোমার প্রসাদে মন একটু ভাল হইয়া থাকে তাহার শরীর সুস্থ করিতে যে খুব চেষ্টা হইবে। শরীরের পোষাকটা মনের ভাল লাগে, যখন উহা মনের মত হয়। এই পা যদি কেবলই সংসারের দিকে যেতে চায়, এই হাত দুইটা যদি কেবল পাপ করিতে যায়, এই চক্ষু দুটির যদি কেবল নরকের

দিকে দৃষ্টি থাকে, তবে এ° সকলে আমার কাজ কি? হে দীননাথ, ব্রহ্মতনুর স্রষ্টা, ভাগবতী তনু আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে প্রেরণ কর, নতুবা এ শরীরের দুর্গন্ধ লইয়া আর চলিতে পারা যায় না। অন্তরের গন্ধে শরীর সুগন্ধযুক্ত কর। জননীর সৌরভ সন্তানতনুতে দাও। তোমার পুণ্যে আমার পুণ্য মিলিল, তোমার প্রেমে আমার প্রেম মিশিল, তখন ঠিক্ হইল। এই জন্য, দেহপতি, তব পদে মিনতি যে এই দেহকে তব কৃপায় শুদ্ধ করিয়া দাও। দেহকে যে লোঁকে ঘৃণাকর করিয়া রাখিয়াছে। হে তেজোময়, তোমার প্রসাদে এই দেহকে আমাদের আনন্দের বস্তু করিতে দাও। এই দেহ সমস্ত পবিত্রবস্তুর মিলনের স্থান হউক। যত শাস্ত্রের মিলনে দেহ শাস্ত্র হউক। চক্ষু কর্ণের বিরোধ শেষ হউক। তখন বলিব চক্ষুযুগল কি সুন্দর, সকল বস্তুতেই হরি দেখে। পা দুইটি কেমন শুদ্ধ, কেবল পুণ্যেরই পথে ধাবিত হয়। কৃপা করে দেহকে পবিত্র বস্ত্রের মত করে দাও। মনের ভিতরে যেমন ভক্তি শ্রদ্ধা তোমার প্রতি বাড়িবে তেমনি দেহ শুদ্ধ হইয়া যেন বিমল প্রভা বিকীর্ণ করে। দীননাথ, এই আশীর্ব্বাদ কর যেন শীঘ্র শীঘ্র দেহ মনের বিরোধ মিটাইয়া ভাগবতী তনু লাভ করি। এই দেহকে সাধু করিয়া লইব, তোমার পবিত্র চরণ স্পর্শে মন দেহ দুটিকে খাঁটি করিয়া তোমার চরণে ঢালিয়া দিয়া চির দিনের মত শুদ্ধ ও সুখী হইব, মা, এই আশা করিয়া সকলে মিলিত

হইয়া ভক্তির সহিত তোমার শ্রীচরণে বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

এক হরিতে সমস্ত লাভ।

দিল্লী, ৬ই অক্টোবর, শনিবার।

হে প্রেমস্বরূপ, হে আদরের দেবতা, মানুষ হইয়া এত কাল আমরা দুই দিক বিধিমতে রাখিলাম। কিন্তু নাথ, বুঝিলাম কি, দেখিলাম কি? পরিণামে না এ দিক হইল, না ওদিক হইল। আমরা কেবল এই ভাবি—দুই দিক কি হয় না? পাপও একটু করিব, পুণ্যও একটু করিব। কতক টাকা দেবালয়ে দিব, আর কতক টাকা সংসারে সুরালয়ে দিব। ইহকালের দুটো অপবিত্র সুখও যাহাতে হয় তাহা করিব, আবার বৈকুণ্ঠ যাহাতে হয় তাহাও করিব। যথার্থ ভাগবতকথা কি আমরা বুঝিয়াছি। তুমি যাঁহাকে টানিয়াছ, যুগে যুগে তাঁহারই প্রাণ তুমি একেবারে কাড়িয়া লইয়াছ। তিনি বলেন, আমার প্রাণকে আর কিছুতে আকর্ষণ করিতে পারে না, হরিসুধা ব্যতীত। পরমেশ্বর, যে তোমার হয়, সে কি আর কখন অন্য কাহারো হয়? সে যে জানে না অন্য কিছু। যে সতী হয় সে কি কাহাতেও মুগ্ধ হইতে পারে? হরি হে, আমরা তোমার আশ্রিত, এখন এই চাই যে মনটা

এমনি তোমার ভিতরে প্রবিষ্ট হইয়া যায় যে পৃথিবীর সমস্ত সুখ সম্পত্তি আনিয়া দিলেও মনকে টানিতে পারে না। হরির বাঁশি একবার বাজিলেই সমস্ত ছাড়িয়া ছুড়িয়া চৈতন্যবিহীন হইয়া ঐ দিকে দৌড়িল। অন্যের কর্ণে ও সুর কিছু নহে। যেমন সুর তাঁহার কাণে লাগিল শরীর মন কোথায় রহিল, একেবারে হরিচরণে গিয়া বসিলেন। দেখ হরি, যে এই সকল কথা বক্তৃতার ছলে বলে সে এক জন কাপুরুষ নরাধম। কারণ যে মিথ্যা মিথ্যা এই সকল কথা না দেখিয়া, না জানিয়া বলে সে পাপ করে। হরি হে, জীবের মঙ্গল যদি চাহিবে তবে এই রকম কর। যে বলে, "আমি হরিকেও ভালবাসি, আমাকেও ভালবাসি" তাহার কিছুই হয় না। আমরা ঢের দেখিয়াছি। মা, তোমার কত সন্তানকে এই করিয়া মরিতে দেখিয়াছি, তারা চায় দুই। সংসারের এই যে লীলা খুব দেখিলাম। তোমাকে যিনি পেয়েছেন তিনি তোমাতে সকলই পাইয়াছেন। হে দয়াময়ি, তোমার ছেলেরা কত কাল এই রকম দুই দিকে ঘুরিবে? সকলই যে পাওয়া যায় ঐ চরণে। সকল মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয় তোমার শ্রীচরণ পাইলে। এখন কেবল সর্ব্বদা দেখি যে মনটা তোমার ভিতরে আছে। তোমার ছেলেগুলি তোমার পুণ্যসাগরে ডুবিয়া গলিয়া যাউক। রাখিয়াছি ভাল করে যে পাঁচ দিক করিতে গিয়াছে, তার শেষ ভয়ানক। আর যিনি তোমাকে চাইয়া সমস্ত পাইয়াছেন, দেখিলাম তিনিই দুইকে এক করিয়া পরম সুখে

সুখী হইলেন। হরি, তোমার দিকে মনকে টানিয়া রাখিয়া দাও। তোমার মত আর আমাদের কেহ নাই। অমন পিতা মাতা বন্ধু কেহ নাই। যখন অন্য বস্তু কিছু ভাল লাগে না, যখন অন্য কাহারও সঙ্গ ভাল লাগে না, তখন একমাত্র হরিধনই সর্ব্বস্ব ধন মানুষের। চিরদিন যেন তোমার সেই ভক্তিযমুনার ধারে তোমার সুন্দর বংশী শুনিয়া সমস্ত ত্যাগ করিয়া তোমার শ্রীচরণে প্রাণকে বিকাইয়া রাখি, হরি, 'অনুগ্রহ করিয়া আজ আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

বিশ্বাস বিতরণ।

দিল্লী, ৭ই অক্টোবর, রবিবার।

হে প্রেমস্বরূপ, হে আদরের অন্তরতম ঈশ্বর, আমরা যেখানে যাইতেছি, যেখানে বসিতেছি, সে স্থানে পুণ্যের সৌরভে কি সুগন্ধ হইতেছে! আমরা কি আতরের মত হইয়া দৌড়িতেছি? তোমার ভাগবততত্ত্বকথার যে স্বর্গীয় সৌরভ তাহা কি ছড়াইতেছি? দীনবন্ধু, পাপী হই আর যাহাই হই, তুমি আমাদের সাক্ষী বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছ। জগতের লোকের মধ্যে তোমার সম্বন্ধে বিশ্বাসের অভাব আছে, তোমাকে অপমান করে, এই জন্য হে বিশ্বেশ্বর, তুমি

তোমার কতিপয় বিশ্বাসী সন্তানকে ডাকিয়া বলিয়াছ, ঈশ্বর-বিদ্রোহীদের মধ্যে ব্রহ্মশান্তি দাও। হে পিতা, যুগে যুগে তুমি এক এক দল বিশ্বাসী প্রস্তুত করিয়া তোমার ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছ। তুমি নিজে দয়া করিয়া এক এক দলকে তোমার নাম প্রচার করিবার ভার দাও। তাহাদের তুমি রক্ষা কর, অনেক অলৌকিক ব্যাপার তাহাদের দেখাইয়া দাও তোমার বিশ্বাসীদের সঙ্গে চিরসম্বন্ধ স্থাপন করে। তোমার কথা শুনিয়া তোমার বিশ্বাসী দল নানা স্থানে গিয়া পাগল হইয়া তোমার কথা প্রচার করেন। যদি তোমার অনুগ্রহে আমরা এই কার্য্যে ব্রতী হইয়া থাকি, তবে আমাদের কার্য্যেতে সুগন্ধ বাহির হউক আমাদের কথায় সুগন্ধ, শরীর মন হইতে সুগন্ধ বাহির হইয়া চারি দিক আমোদিত করুক। নাথ, যেন আমরা পৃথিবীকে বিশ্বাসী করিতে পারি, যাহারা তোমাকে দেখিতে পায় না, তাহারা যেন তোমায় দেখিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হয়; যাহারা তোমায় ভালবাসিতে পারে না, তাহারা যেন তোমাকে প্রাণ দিয়া প্রেম করিতে পারে। যদি আমরা মন দিই তোমাকে তাহা হইলে, দীনবন্ধু, আমাদের কথা এমন নরম হইবে, আমাদের কাজ এত সুন্দর হইবে, যে আমাদের দেখে পৃথিবীর তোমার প্রতি ভক্তির সঞ্চার হইবে। হরির প্রেমলীলার সাক্ষ্য দিব। হরি আমাদের মধ্যে এই এই লীলা দেখাইতেছেন। এই কলিযুগের মধ্যেও হরি-প্রেমে মানুষ পাগল হইয়া যায়। আমরা দেখাই যেন

দিন দিন কাণা চক্ষু পাইয়াছে, কালা শুনিতে পাইতেছে। কৃতার্থ করিবে বলিয়া দেশ দেশান্তর হইতে লোক আনিতেছে। তোমাকে পৃথিবী মানিবে না? তোমার নব বিধানের মধ্যে প্রবেশ করিলে সমস্ত চরিত্র যেন ফুলের মত ফুটিয়া উঠে। ঈশ্বর, এ সকল দেখিয়া মানুষ কেন চুপ করিয়া থাকিবে? প্রেমের সুধা যাহা পেট ভরে খাইয়াছি তাহা দশ জনকে খাওয়াই। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড নবদ্বীপ হইয়া হরিপ্রেমে মত্ত হউক। দীনবন্ধু, তুমি যুগে যুগে যাহা করিলে ঘোর কলি যুগে তাহাই কর। আশ্রিত ভৃত্যদিগের মুখ তুলিয়া কথা কহিবার মত কর। বলিব, ছিলাম বড় দরিদ্র দীন, এখন হইয়াছি খুব ধনী। আগে ভগবানের শাস্ত্র কিছু জানিতাম না, এখন প্রাণের ভিতরে অনাদি বেদ বেদান্ত শুনিতেছি। হে করুণাসিন্ধু, আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ কর যে, যে সকল গূঢ় হরিকথা আমাদিগের ভিতরে আসিয়া শুনাইলে সেই গুলি জগতে প্রচার করিয়া সকলকে হরিপ্রেমে মাতাই। আরও তোমার প্রেমে মাতিব, মনে যাহা দেখিয়াছি, শুনিয়াছি নির্ভয়ে চারিদিকে প্রচার করিব, সকলকে তোমার প্রেমে মত্ত করিয়া পৃথিবীকে স্বর্গ করিব এই আশা করিয়া তোমার শ্রীচরণে আমরা পরমভক্তির সহিত প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

দেবসন্তানত্ব।

দিল্লী, ৮ই অক্টোবর, সোমবার।

হে দয়াসিন্ধু, হে যোগেশ্বর, মানুষ আপনার দোষে আপনাকে কত নীচ করে। ছিল সে দেবসন্তান, ব্রহ্মতনয় তার পরে সে হইল মানুষ, তার পরে জন্তু। তোমার ছেলে হয়ে মানুষ চতুষ্পদের সঙ্গে মিলিল। যে শরীরে দেবতা-দিগের রক্ত চলিত, সেই শরীরে এখন কাম ক্রোধাদির রক্ত চলিতেছে। হে প্রেমস্বরূপ, এত আত্মবিস্মৃতি মানুষের হয়? আমরা মনে করি, আমরা শূদ্র, কিন্তু, হরি, পুত্র কখন শূদ্র হইতে পারে না। এই পৃথিবীর পশুত্ব আসিয়া আমাদের ভিতরের ব্রহ্মতেজকে চাপিয়া দেয়। মানুষের রক্ত দেবতার রক্ত। যদি তোমাকে মানুষ ভালবাসে, সেবা করে, তবে সে ব্রহ্মতনয়ের ন্যায় থাকিতে পারে। মার মত মুখ ছেলের হয়, বাপের মত অঙ্গসৌষ্ঠব সন্তানের হয়। মানুষ এমনি ভুলে গেল যে ইচ্ছা করে গিয়ে বলে আমি জন্তু। যে মানু-ষকে তুমি স্বর্গের সিংহাসনে বসাইবে সেই মানুষ কি না শূকরের সঙ্গে মিশাইয়া বিষ্ঠা খাইতেছে। যে মানুষ রাজ-কুমারের বিক্রম দেখাইবে, আজ সেই মানুষ পঙ্গু, অন্ধ, মৃতপ্রায়। ব্রহ্ম, ব্রহ্মকুলে কেন এমন ভ্রষ্ট আচার? জাতিচ্যুত হইয়া নীচে পড়িল কেমন করে? হরি, তোমার মতন তেজশ্রী ছেলে হইয়া কে দেখাবে? মানুষ কাহার গর্ভে জন্মাইয়া

ছিল ভুলিয়া গেল। মানুষের জন্ম তো ভগবতীর উদরে। তোমাকে মা ভুলে গেলাম? এখন পিতা মাতা বঞ্চনা, বংশ অস্বীকার! কেন না তাহা না হইলে অসদ্ব্যবসায় করিতে পারিব না। সংসারের নীচ সুখের জন্য মানুষ পিতা মাতাকে অস্বীকার করে। কি ভয়ানক! মা, আমরা তোমাকে কখন অস্বীকার করিব না। যখন স্বর্গে ছিলাম, বাল্য ব্যবহার করিতাম, সকালে বৈকালে সাধু ভাইগুলির হাত ধরিয়া কত যোগের খেলা খেলিয়া দেবরাজ্যের নিয়ম পালন করিতাম। এই পৃথিবীতে আসিয়া কোথায় গেল সে উচ্চ জীবন? এই সেই শরীর, এ রক্তের ভিতরে এখনও সেই হরি বিরাজিত। তবে কেন আর নীচ ব্যবহার এখনও? হে মাতঃ, দেশে যেমন তোমার পূজা আজ আরম্ভ হইল, হৃদয়ে তেমনি যথার্থ তোমার পূজা আমরা করি। সমস্ত মানুষ তোমার সন্তান। আজ আনন্দের দিন, তুমি যে চারি দিকে তোমার ভক্তদের মধ্যে তোমার মাতৃস্নেহ প্রকাশ করিতেছ। আজ তোমার আহ্বান ধ্বনি শুনিয়া তোমার নিকট আসিলাম। যিনি বিপদকালের বন্ধু, তাঁহাকে কি অস্বীকার করিতে পারি? দেবীপূজা এ দেশে লুপ্ত হইল, আবার দেবীচরণ সকল সন্তানে মিলিয়া পূজা করিতে থাকুক। দেবী, দেবী বলিয়া তোমাকে ডাকিব। তুমি তারিণী, মোক্ষ-দায়িনী, তোমার চরণতলে মা মা বলে ভক্তির সহিত পড়িয়া থাকিব, আর শুদ্ধ এবং সুখী হইব, মা, এই আশা করিয়া

আমরা সকলে তোমার শ্রীচরণে ভক্তির সহিত বার বার প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সৌহার্দ্দ মুক্তি।

কাণপুর, ১০ই অক্টোবর, বুধবার।

হে প্রেমরাজ, শরণাগত বৎসল, ভক্তকে ভাল বাসিতে, ভক্তের মান রক্ষা করিতে তুমি যেমন আছ আর এমন কে আছে? তোমার মত বন্ধু আর কে আছে? বন্ধু হয়ে, দীনবন্ধু, ভক্তের সেবা দিবানিশি করিতেছ। বিশ্বাসীর চক্ষে পৃথিবীতে যত ভক্তের বাড়ী আছে, তাহাতে তুমি কেবল দৌড়িতেছ। কোমল তোমার প্রাণ, বন্ধুর দুঃখে তুমি বড় কাতর হও। লক্ষ লক্ষ ক্রোশ দূরে একটি ভক্ত তোমার পড়িয়া আছে, বন্ধু নাই, যাহারা ছিল ক্রমে ক্রমে ছাড়িল। তুমি গেলে তাঁহার সেবা করিত। অবিশ্রান্ত সেবা কর। কাছে আসিয়া বসিয়া কত রকমে প্রাণ পরিতোষ কর। লোকে তোমাকে পিতা, মাতা, মুক্তিদাতা বলিয়া পূজা করিল। এই যে বন্ধুভাবটি ইহার ভিতরে অমৃত রহিয়াছে। আমার মুখ শুকাইলে তোমার মুখ শুকায়, আমার ব্যায়রাম হইলে যেন তোমারও ব্যায়রাম হইয়াছে। জগদীশ, পৃথিবীতে আত্মীয় স্বজন আছে তাহারা সেবা করে, কিন্তু তাহাদের মুখ শুকায়

না। তাঁহারা নিজেরা আল্‌গা হইয়া সেবা করে। হরির প্রাণে ভক্তের প্রাণ এক হইয়া গিয়াছে। ভক্ত বলিয়াছে, আমার কাছে যে দিনের বেলায় কেহ থাকে না। ঈশারায় হরি তাহা বুঝিলেন এবং তৎক্ষণাৎ হইতে নিজে কাছে গিয়া বসিলেন। এ নববিধানের হরি যেন ভক্তের প্রেমে পাগল হইয়া গিয়াছেন। আমি যখন খেপি, উনিও তখন খেপেন। মনে মনে যোগবন্ধনে উনি এক হইয়া বন্ধু হইয়া সেবা করেন। প্রেমেতে বিহ্বল হইয়া গিয়াছেন। অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের হরি জখম হইয়াছেন অনন্ত প্রেমের ভারে। আমার হরি বাজারে কি পাওয়া যায় তাহাই খুঁজিতে যান। বন্ধুতা বড় ভয়ানক জিনিষ। না দেখিলেও বাঁচি না, দেখিলেও মনের ভিতরের দুঃখ যায় না। সেবা করিলেও মন তুষ্ট হয় না। অধম নরাধমকে কি বন্ধুত্বে বরণ করিয়াছ? তবে আমার আর ভাবনা কি? কি লোকে অগ্রাহ্য করিল, কে দুটো শক্ত কথা বলিল, কে ছাড়িয়া চলিয়া গেল, কে এখন আমাকে তত ভাল বাসে না, এসব কি আর আমার লাগে? হে প্রেমময়, দয়া করিয়া আমাদিগকে এই আশীর্ব্বাদ কর যেন চিরদিন তোমাকে হৃদয়ের বন্ধু মনে করিয়া সৌহার্দ্দমুক্তিলাভ করিব ও তোমার শ্রীচরণে পড়িয়া তোমার সহিত বন্ধুত্বপ্রেমে এক হইয়া যাইব। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

———

শান্তি।

কাণপুর, ১২ই অক্টোবর, শুক্রবার।

হে অপার শান্তি, হে নিত্য কুশল, ভবসমুদ্রে শান্তি ঘাট তুমি। জীবের জীবনতরী চারিদিক্ ঘুরিয়া ফিরিয়া অবশেষে এই শান্তিঘাটে উপস্থিত হয়, যেখানে তুফান নাই, ঝড় নাই, যেখানে প্রকাণ্ড বটবৃক্ষ সংসারের উত্তপ্ত জীবদিগকে শীতল করে। হে মধুরভাষী বন্ধু, যখন সকলের কথা ক্রমে ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠে, তখন তোমার সুধামাখা কথা একটি একটি অমৃতবিন্দুর ন্যায় মনের ভিতরে পাড়য়া আরও শান্তি দেয়। হে শ্রীনাথ, তোমার শ্রী সংসারদগ্ধ চক্ষুকে আরাম দেয়। হে লক্ষ্মী, যদি আনিলে তব সন্নিধানে জীবনকে ক্রমে ক্রমে শান্তিময় কর। তোমাকে দেখিলেই শান্তি হইবে, কথা তোমার শুনিলেই শান্তি হইবে, এমন অবস্থায় আনিয়া ফেল তবে মানব জনম সফল হইবে, এই সাধন ভজন যাহা কিছু জীব করে কেবল শান্তির জন্য। যখন প্রাণটা শীতল হয়, তখন মনের সাধে শ্রীমতীর গুণগান করে। যাহারা শান্তি পেলে না তাহাদের উপাসনা মিথ্যা, ভজন সাধন মিথ্যা। সংসারের লোকদের মাথা গুলো যেন অশান্তির আগুনে জ্বলিতেছে। উপাসনাটী খুব মধুর কর। যদি শান্তি না পায়, তবে তোমাকে জীব ডাকিবে কেন, এত একতারা গেরুয়া লইবার আবশ্যক কি! এস, মা লক্ষ্মী, মাথায় হাত

দিয়া খুব শান্তি দাও। শান্তি দিয়া জীবকে লোভী কর আরো শান্তির জন্য। সকলের বুকে হাত দিয়া দেখিব, মা, তারা শান্তি পাইয়াছে কি না মাকে ডাকিয়া। যেন ঠিক প্রস্ফুটিত কমল ফুল! এমন যে, অন্য দশ জন যদি আসিয়া তাহাতে মাথা দেয় তাহা হইলেও তাহাদের শান্তি হয়। শোকের জ্বালা নিবাইয়া দাও, আর কমলা, সকল হৃদয়ে শান্তির কমল ফুল ফুটাইয়া দাও। চিত্তসরোবরে তোমার পাদপদ্ম ভাসিতেছে এইটি দেখিব। ঐ চরণকমলস্পর্শে সমস্ত শরীর মনকে শান্ত করিব, আর শান্তিসলিলে ডুবিয়া মা মা করিয়া ডাকিয়া শুদ্ধ এবং সুখী হইব, মা, অনুগ্রহ করিয়া আজ আমাদের এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

মার সাধ মেটান।

কাণপুর, ১৩ই অক্টোবর, শনিবার।

হে প্রেমের আকর ঈশ্বর, যেখানে প্রেম সেইখানেই গভীর। যে প্রেম করে সে যে অনেক চায়। সাক্ষী তুমি মা আমার। দিয়াছ অনেক, চাও ও অনেক। তোমার লোভ, ব্রহ্মলোভ, কিছুতেই থামে না। ব্রহ্মের কিছুতেই আর সাধ মিটে না। কোথায় প্রাণের এক কোণে একটু প্রেম পড়িয়া আছে সে টুকুও চাই। মার আমার আশ

মেটে না। বড় ঘরের প্রেমিক যাঁহারা, এমনি লোভী তাঁহারা। ছোট লোক জীব বলে, সিকি ভাগ প্রেম দিলাম, আবার কি দিব? ঈশ্বর হাসিতেছেন আর বলিতেছেন যে ওর এইটুকু দিতে কষ্ট, তবে সমস্ত কি করিয়া দিবে? তোমার যে অধিকার সমুদায় জিনিষের উপরে। আমাদের শরীরে এক ফোটা রক্ত থাকিতে তাহা তুমি না লইয়া ছাড়িবে না। মা, প্রেমের রহস্য কে বুঝিতে পারে? যেখানে দামোদরের বাঁধ ভাঙ্গিয়া চলিতেছে, সেখানে কি একটু বাকী রাখিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারে? দামোদর হাঁ করিয়া রহিয়াছে, কেবল গিলিতেছে। এই কুড়ী বৎসর যা কিছু পাইয়াছি- এনে দিয়াছি মার চরণে, তবুও মার "আরো দাও" "আরো দাও" কথাটী থামিল না। মার ভালবাসা কত অধিক! আধ মিনিট যদি মনটা অন্য দিকে যায় মার মনে বড় কষ্ট। অথৈ প্রেম ২৪ ঘণ্টায় ঘড়ি ধরিয়া দেখিতেছেন আমাকে ছাড়িয়া কোথায় গেল? মার প্রাণটা পড়িয়া আছে ছেলের কাছে। ছেলেটা বুঝিতে পারে না। সে ভাবিতেছে উপাসনা করিতেছি, সাধন করিতেছি—সবই করিতেছি। আসিয়া দেখি মা বিমুখ। মা বলেন, যে আধ মিনিট আমাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারে সে আধ ঘণ্টাও তো ছাড়িতে পারে। মা, যাহারা তোমার চরণতলে পড়িয়া ভজন সাধন করিতেছে, তাহাদের এইটে আগে বুঝিতে দাও। সকলে ঠিক ঠাক বুঝিতেছে, বাহিরের লোক খুব সুখ্যাতি করিতেছে, বলিতেছে

এ খুব যাকে ভালবাসে, একবারও ছাড়িয়া থাকে না। কিন্তু তুমি জান বেশ সে কি করে। এক মিনিট তোমাকে সে ছাড়িয়া গিয়াছিল বলে তুমি বিরক্ত। পৃথিবীর মার যদি ছেলে স্তনের দুগ্ধ না খায় স্তনের টন্‌টনানি কত হয়। ঐত বড় স্তন, কতই মা ব্যথা পাইতেছেন। মন, মা যাহা চাহিতেছেন সব মার চরণে দে। মা, এস বস, সমস্ত নাও। তুমি যেমন প্রেমলোভী হইয়া যেমন চাহিতেছ, আমরাও যেন ব্রহ্মলোভী হইয়া তেমনি তোমাকে সমস্ত দিয়া তোমাকে লই। আর আধা আধি সাধন করিব না, যা আছে সমস্ত তোমাকে দিয়া তোমার সাধ মিটাইতে চেষ্টা করিব, মা দয়াময়ী, অনুগ্রহ করিয়া আজ আমাদিগকে এই আসির্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

স্বর্গ দর্শন।

কাণপুর, ১৪ই অক্টোবর, রবিবার।

হে অনন্তপ্রেম, স্বর্গকামনা এখানেই, স্বর্গ প্রাপ্তিও এখানে। যে কামনা রাখে ইহকালের জন্য, সিদ্ধি রাখে পরকালের জন্য সে তোমাকে জানে না। হে পিতা, পিতৃভক্তদিগের মধ্যে সাংঘাতিক একটী অবস্থা আসিয়াছে, যদি পবিত্র আত্মা আসিয়া দুরবস্থা দূর করেন তবেই ভাল, নচেৎ

দলশুদ্ধ বুঝি গেল। আমাদের বাল্যদল যুবাদল ছুটি ছিল ভাল, উচ্চতর স্থানে যাইতে হইলে আর যে লোক পাওয়া যায় না। বন্ধুবর্গ লইয়া কেবল এ পৃথিবীতে স্বর্গ স্থাপন হয় না। এই সাংঘাতিক অবস্থাকে আমরা বলি অকালে মৃত্যু— যদি দিন কতক খুব কাজ কর্ম্ম দান ভজন ধ্যান করিয়া আর উঠিতে না পারে, তবে তার আর স্বর্গ নাই। আমরা তো আর আত্মপ্রবঞ্চিত লোক নই যে ভাবী কল্পনার স্বর্গ প্রস্তুত করিব। এখানে ছেলেবেলা হইতে যেমন সকলে মিলিয়া সাধন ভজন করিতেছি; এখনও তেমনি বৃদ্ধ বয়সে যোগরাজ্যে যোগ করিব। কিন্তু সংসার হইল প্রতিকূল। আর আমাদের লোক উঠে না। ভালবাসা বাড়িবে না। জীবনের সুগন্ধ ত বাড়িবে না। চরিত্র ভাল হয় না। যিনি স্রষ্টা তিনিই প্রলয় কর্ত্তা। যার এক হস্তে অমৃতের পাত্র, কিন্তু অন্য হস্তে অসি আছে। ব্রাহ্মেরা আর উঠিতেছে না। কৈলাসপুরী যোগগ্রামের কত বাড়ী রহিল বাকী, দেখিল না। ভগবান্, বৃক্ষ আর ফল না দিলে তার দশা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। এই আমরা কএকটি মানুষ আছি পৃথিবীতে আর এক দল আসিয়া এই স্থান দখল করিবেই করিবে। এখন যে সাংঘাতিক রোগ প্রবিষ্ট হইয়াছে, বুঝিতেছি কর্ম্ম কাজ আর বড় অধিক হইবে না। অন্য অন্য দল পৃথিবীতে আসিতেছে, তোমার ভক্তদের কাজ লইতেছে। হরির বৃন্দাবনে খুব যাত্রী আসিল, কিন্তু এখন নরম পড়িল। এই

দলের অকাল মৃত্যু—তাহারই পূর্ব্বাভাস এখন দেখা যাই-
তেছে। কোথায় অনাবৃষ্টি হইবে, না প্রেমবর্ষণের ধূম
বাড়িয়াছে। হে মাতঃ, পৃথিবী তোমার বৃন্দাবন দেখিবে
দেখিবে ভাবিয়া আর দেখিতে পাইল না। আমরা উচ্চ-
মণ্ডলী হইয়া স্বর্গ তো দেখিতে পাইলাম না। দেখা
যাইতেছে; কিন্তু উঠিতে পারিলাম না। আমি বলিতেছি—
বাণী শুনিয়া বলিতেছি; বানিয়ে বলিতেছি না। রাশি রাশি
কুবেরের ধন আসিতেছে দেখিতেছি। এখনও লক্ষ লক্ষ
গ্রামের লোককে খাওয়াইবার জোগাড় রহিয়াছে। লোক
কৈ? এই দুঃখ কি থাকিবে? বৃন্দাবনপতি, সেই মহাভাব
সেই ভক্তি ভাব সকলই সেই কেবল বিশ্বাস করিয়া লোকে
আসিতেছে না। হে প্রেমসিন্ধু, এই বিশেষ নরক আসি-
য়াছে, তাহাই তোমার পা ধরিয়া বলি, এক বার যদি এই
ভয়ানক সাংঘাতিক ভ্রান্তটাকে পবিত্রাত্মা আসিয়া দূর করেন,
তবেই আমরা এ অকাল মৃত্যু হইতে বাঁচিয়া আরও কিছু
দিন থাকিয়া তোমার স্বর্গ দর্শন করি। কত ডাকাডাকি,
শরীর পাত হইল—তোমার ঘরে আসন পাতা—এততে যদি
না আসে তবে কি হইল? তোমার সূক্ষ্ম অটল আদেশ
তাহার উল্টা কখনও হইবে না। গরীব কএক জন লোক
হাসিতে হাসিতে তোমার বৃন্দাবনে গেল, তার পর কোথায়
গেল? এই সকল যোগের ঘরে তো কাহাকেও দেখিতেছি
না। পৃথিবীতে এমন শুভক্ষণ আর কখন আসিবে? এ

সময় আমাদের খুব মাতাইয়া দাও। আর কিছু দিন বাঁচিয়া খুব ভোগ করে লই। ঝাগ্‌ড়া দেয় কেন আপনার লোক? মা, তালে তালে নাচিতেছে, এমন সময় বেরসিক একটা কে কথা বলিলে আর তাল কাটিয়া দিলে যে, ঈশা মুষা এঁরা চটিয়া উঠিয়া গেলেন। গুটি ৫০ তেমন ভক্ত হয় এখন, তবে মনের সাধে টাকা সংগ্রহ করিত। ছাদ ফুড়িয়া মোহর পড়িতেছে আর গৃহস্থ ঘুমিয়াছে। বলে বলো আর পারিনে মা। দয়াময়ী, এখন বুকে পা দিয়া এ কয়টা স্বর্গ কোন রকমে দেখাইয়া দাও। নয় তো যে কএকটি লোক দেখিতে চায় তাহাদের দেখাও। পরে দেখিবে, এটা আমার ভাল লাগবে না। হাতের কাছে রহিয়াছে কেন এখন দেখিব না? এত টাকা কড়ি রহিয়াছে কেন গরীব হইয়া থাকিব? ঢের সুখ আছে কপালে ছাড়ব কেন? মা, মহালক্ষ্মী, এমন সুখের সময় লক্ষ্মীকে ঠেলিয়া না দিয়া মা লক্ষ্মীর হাত ধরিয়া হাসিতে হাসিতে এই বাকী কয়টা স্বর্গ, দেখি নাই, মা, অনুগ্রহ করিয়া আমাদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

যোগানন্দ।

কাণপুর, ২০এ অক্টোবর, শনিবার।

প্রেমসিন্ধু, যোগেশ্বর, তোমাছাড়া যদি আমার কিছু স্পৃহণীয় থাকে তবে আমি ভক্ত থাকতে পারি, কিন্তু খুব

নিকৃষ্ট। কেবল তুমিই আস্তে আস্তে প্রেমের আকর্ষণে টানিবে মনকে, আমি তোমার মাতৃবক্ষে ভাবনা চিন্তা ত্যাগ করিয়া যোগনিদ্রায় থাকিব। কেবা বন্ধু, কেবা পৃথিবী কিছুই তখন মনে আসিবে না। আর সেইটী যদি প্রকৃত যোগ হয় তবে ইহকাল পরকালের কাজ গুছাইব। ঐ নিদ্রাতেই আস্তে আস্তে বৈকুণ্ঠে চলিয়া যাইব। ভক্তেরা কি মনে করিয়াছেন লালসার আগুন বুকের ভিতরে জ্বলিয়া শান্তি পাইবেন? তোমাকে মানুষ ডাকিতেছে অথচ এইটা চাহিতেছে, ওটা চাহিতেছে, এ কি রকম? যোগীর আবল্য, ঋষির মাদক সেবনের ভাব, দয়া করিয়া এই অধম জীবদিগকে প্রেরণ কর। ঢের মাদক সেবন করিলে·এ উত্তপ্ত মনকে শীতল করিতে পারিবে। যদি মনে রহিল লালসা, তবে যোগের শয্যায় শুইয়াও টাকার ভাবনা, সংসারের ভাবনা। দয়াময়ী, মনটাতে যদি কামনার আগুন নিবাই, তোমার মুখ দেখিতে দেখিতে নিদ্রায় অচেতন হই, আর এক রাজ্যে যাইয়া পড়ি। সেখানে কিছুই নাই, কেবল আমি আর মা, মা আর আমি। পৃথিবীর সমুদায় স্থানে আগুন জ্বলিতেছে। এখন চাই কেবল যোগানন্দের শীতল জল। মনের ভিতর আগুন জ্বলিতেছে। যেমন উপাসনা হইতে বাহির হইল, অমনি মানুষ চারিদিকের আগুন জ্বালিয়া দিল। এ যোগধর্ম্ম ভক্তদলের মধ্যে আর একটু প্রবল করিয়া দাও। ভাই বন্ধু সকলে ভ্রান্তিতে পড়িয়াছেন। তাঁহাদের

বুকের ভিতরে খুব কামনার আগুন জ্বলিতেছে। যোগেশ্বরী, যদি একবার হরিনামের মাদক খাওয়াও, ঐ মুখ দেখিতে দেখিতে নেশায় ঢলিয়া পড়িয়া একবারে অচেতন হইয়া যাই। ওরূপ দেখিতে দেখিতেই যোগী হওয়া যায়। জীবের মন শরীর গরম হইয়া গিয়াছে, ইহাতে তোমার লাবণ্যের একটু ছিটে দাও দেখি অমনি দড়াম্ করিয়া পড়িয়া যাইব, আর পড়িয়াই ঘুম। ঐ হরিপাদপদ্ম বুকে ধরিয়া চুপ করিয়া পড়িয়া থাকিব। শ্রীহরি, সকল কামনা বিরহিত হইয়া তোমার যোগেশ্বরীরূপে মোহিত হইয়া যোগনিদ্রায় একেবারে ডুবিয়া থাকি এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সার ধর্ম্ম।

কাণপুর, ২১ এ অক্টোবর, রবিবার।

হে প্রেমময়, হে জ্যোতির্ম্ময়, চারিদিকে কেবলই অসার, তন্মধ্যে আমি প্রধান অসার; কিন্তু যখন ব্রহ্মপূজা হয় তখন সকলই সার। স্বপ্নের সংসার কোথায় চলিয়া যায়, ক্ষুদ্র পাপকলঙ্কিত জীব কোথায় যায় তখন। নাথ হে, এমন যে শুষ্ক কাষ্ঠ ইহাও সার হইয়া যায়। যত ব্রহ্মাগ্নির ভিতর যাই, ততই আমরা সকলে পুড়িতে থাকি। এখনও আত্মার সুখ অপেক্ষা শরীরের সুখ বড় বিশ্বাস করি, অবিশ্বাস তাড়াইয়া আবার ঘুরিয়া আসে। কিন্তু যখন যোগেতে এই তনু বিনাশ

করি, তখন এই তনু তোমার হয়, তোমার হাসি আমার হাসিতে মিশাইয়া যায়। জ্ঞান থাকে না তখন আমি কোথায় আছি। এই তো আসল ব্রহ্মপূজা। সে সময় জীবের মনে থাকে না, 'আমি কি ছিলমে, কোথাকার লোক'। আস্তে আস্তে তোমার দেবত্ব আমাদের সকলের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দাও। ঐ জলে শুই, ঐ জল খাই, ঐ প্রেমসিন্ধুতে বিহার করি। এরূপে হরির প্রবেশ যদি জীবের মধ্যে না হয়, তবে ব্রহ্মপূজা আর হল না। এ পাপের ভিতর হইতে, এই পশুতনুর ভিতর হইতে জীবকে টানিয়া তোল, স্বর্গের রথের মত কর। হরিসঙ্গে হরিভক্তদের লইয়া বক্ষের মধ্যে রাখিয়াছি। আমি যোগের প্রার্থী। যাহাতে আর পাঁচ রকম জ্ঞান না থাকে, একই দেখি, একেতে যোগ হইয়া যাই। এইটি কর, নহিলে বলিব, ব্রহ্ম ফাঁকি, পূজা ফাঁকি। কাঙ্গালের ঠাকুর যখন নিজের বুকের ভিতর টানিয়া লইয়াছেন, জননী, তখন সন্তানের আর নিরাশ হইবার কারণ নাই। প্রেমসাগরে ডুবিয়া লীন হইয়া যাই। যত দিন বাঁচিব পৃথিবীতে, হরিপদারবিন্দসুধাপানের যে আনন্দ তাহা সম্ভোগ করিব, এই পাপ দগ্ধ প্রাণকে শীতল করিব, অসার ধর্ম্ম সাধন করিব না, হরির ভিতর প্রবিষ্ট হইয়া তাঁহার হইয়া থাকিব, এই আশা করিয়া মা দয়াময়ী, আমরা সকলে তোমার শ্রীচরণে বার বার ভক্তির সহিত প্রণাম করি। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।

সোণা হ'য়ে যাওয়া।

কাণপুর, ২২এ অক্টোবর সোমবার।

দয়াল শ্রীহরি, এই সমুদায় পরিত্যাগ করিয়া জীব যখন তোমার নিকট থাকে তখনই মনস্কামনা পূর্ণ হয়। হরি, তোমার বুকের নামই বৃন্দাবন। শান্তিবক্ষ, আনন্দ বক্ষের ভিতরে তব পদকৃপায় কোন রকমে জীব আস্তে আস্তে প্রবেশ করে কেমন করিয়া জীব হরির বক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে ইহা লোকে জানে না, বোঝেও না। হরিকে ডাকিতে ডাকিতে শরীর, সংসার, ধন, ঐশ্বর্য্য ভুলিয়া আস্তে আস্তে কোন্ দিক দিয়া হরির বক্ষে প্রবেশ করে। তখন শরীরের জীব যাইয়া তাহাকে ডাকে, সে কি আর আসিবে? তোমাকে দুহাত তুলিয়া ধন্যবাদ করি, জীবের জন্য এমন সুন্দর মোক্ষ রাখিয়া দিয়াছ! আমি যদি তোমার বক্ষের ভিতরে যাইয়া বসি, তাহা হইলে আমি যে অনন্ত সুখে সুখী হইলাম। দেখ, নাথ, সুখই যথার্থ, কেন না খনির ভিতর গিয়া পড়া। সোণা আর আবশ্যক নাই, কেন না সোণা হইয়া গেলাম। হরি ভক্তদের বক্ষের মধ্যে পুরিয়া তাহাদের হরিময় করিয়া দেন। যদি এই দেহে থাকিয়া ধর্ম্ম কর্ম্ম করিলাম তবে বৈকুণ্ঠবাসী হইল না। হরির ঘরে, হরির বুকের বারাণ্ডায় বসিব, হরির বুকের ভিতর খেলা করিব, ইহাই আমরা চাই। হে আনন্দময়ী, ইহাই কর। এক এক সন্তানকে ধরিয়া বুকের মধ্যে রাখ। দেখিব মা, চির দিন কেমন রাখিতে পার ঐ

রকম করে। আর কান্না টান্না একেবারে থামাইয়া দাও 'সোণা হইয়া যইব' এই কথা জগৎ শুদ্ধ সকলে বলুক। এবার স্পর্শমণি হরিতে লাগিয়া হরিময় হইয়া যাব। আশা করুক জীব, হরির কৃপা হইলেই হইল। মাগো, তোমাকে ভাবিতে ভাবিতে তোমার বক্ষবৈকুণ্ঠে বসিয়া ভক্তদের সঙ্গে বসিয়া অপার প্রেমসমুদ্রে ডুবিয়া সংসারের প্রলোভনে আর প্রমুগ্ধ হইব না, এবং চিরদিনের জন্য কৃতার্থ হইব, মা, অনুগ্রহ করিয়া কাঙ্গালদের আজ এই আশীর্ব্বাদ কর। [ক]

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ।